ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 August 2021 ■ আগরতলা ১৫ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২৯ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংগঠনের পাত্তা নেই, রাজ্যে সহিংস আন্দোলনের হুমকি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। সংগঠনের পাত্তা নেই ঠিকই, কিন্ত রাজ্যে সহিংস আন্দোলনের হুমকি দিল তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসুর সাফ কথা, রাজ্যে সহিংসভাবে সংগঠনের বিস্তার চাইছি। তবে, সংগঠনের প্রশ্নে আদৌ রাজ্যে তৃণমুলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হবে, তাঁর স্পষ্ট দীশা দেখাতে পারেননি তিনি। শুধুই আশ্বাস দিয়েছেন, শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা দেবে তৃণমূল।

এদিকে, সিপিএম নেতাদের আবারও খোলা আমন্ত্রণ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। ত্রিপুরায় বিজেপি বিরোধী লড়াই শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ জরুরি বলে দাবি তাঁদের। আজ আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল সাংসদ ও মন্ত্রিদের কথায়, ত্রিপুরায় পরিবর্তনের প্রশ্নে তৃণমূলের হাত শক্ত করুন।

এদিন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু বলেন, ত্রিপুরায় খেলা হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। তিনি বলেন, প্রতিটি ব্লকে খেলা হবে দিবস পালন করবে তৃণমূল। তাই, স্থানীয় নেতৃত্বদের সংগঠিত হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

ব্রাত্য বসু বলেন, ত্রিপুরায় তিন বছরে বিরোধী আসনে বসে সিপিএম হাপিয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে শেখা উচিত বিরোধীতা কিভাবে করতে হয়। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ বছর বিরোধী রাজনীতি করেছেন। কখনো হাল ছেড়ে দেননি। তাই, এখন সিপিএম ঠিক করুক তাঁরা কি করতে চাইছে।

ব্রাত্য বাবু কটাক্ষের সুরে বলেন, সিপিএমের নেতাদের এখন কর্মীদের মুক্ত করে দেওয়া উচিত। কারণ, সিপিএম কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। এদিন তিনি দাবি, করেন, তৃণমূলের মিছিলে হাঁটার জন্য চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা প্রস্তুত আছেন।

এদিন ব্রাত্য বসু দাবি করেন, রাজ্যে পরিবর্তনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীর পাশে রয়েছেন। সাথে তিনি হুমকি দেন, তৃণমূল সহিংসভাবে সংগঠন বিস্তার চাইছে। কিন্ত, রাজ্যে তৃণমূলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট দীশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর মতে, শীঘ্রই তৃণমূল ত্রিপুরায় পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা দেবে। তবে, তাতে আরও কত সময়ের প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছুই জানাতে পারেননি তিনি।

আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিবাদ, দুই যুবক রক্তাক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে ধলাই জেলার কমলপুরের কলাছড়ি গ্রামে রক্তাক্ত হয়েছে দুই যুবক। রক্তাক্ত দুই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাছ ও মাংসের বকেয়া ৫৩০ টাকা চাওয়া পাওয়া নিয়ে দুই যুবকের প্রান সংশয়ের ঘটনা ঘটলো শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ কমলপুর থানার অন্তর্গত তিন নং কলাছড়ি গ্রামে। এই ঘটনায় কলাছড়ি গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

রাতে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।আশঙ্কা জনক দুই যুবকের নাম অভিজিৎ নমঃ শুদ্র ও টিটু বাদ্যকর। উভয়ের বাড়ি তিন নং কলাছড়ি গ্রামে। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাত সাড়ে সাতটা থেকে। দুইজনই তখন মদমত্ত অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ।

অভিজিৎ নমঃ শুদ্র পেশায় মাছ মাংস বিক্রেতা। সে টিটু বাদ্যকরের কাছে মাছ মাংসের বকেয়া ৫৩০ টাকা পেত। সেই হিসেবে মাছ মাংস বিক্রেতা অভিজিৎ নমঃ শুদ্র টিটু বাদ্যকরকে বাজারে পেয়ে তার কাছে ওই বকেয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট রবিবার জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই সোমবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

পাশ করানোর দাবীতে আন্দোলন অব্যাহত গ্রেপ্তার বহু ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যে ছাত্র আন্দোলন ক্রমাগত তেজী রূপ ধারণ করছে। প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা পাসের দাবিতে সিটি সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরবর্তী সময় তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে উঠে মহাকরণে উদ্দেশ্যে যেতে চাইলে পোস্ট অফিস চৌমুহনি এলাকায় এসে পুলিশের বাধা প্রাপ্ত হয়ে রাস্তায় বসে পড়ে। দীর্ঘক্ষন চলে রাস্তা অবরোধ। পরে পুলিশ পথ অবরোধকারী এনএসইউআই কর্মীদের এবং ছাত্র ছাত্রীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, কোভিড পরিস্থিতির জন্য রাজ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নি। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল এবং শিক্ষকের বাড়িতে যেতে পারেনি। ব্যাঘাত ঘটেছে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায়। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেছে। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে প্রতিদিন রাজ্যে আন্দোলন সংগঠিত করছে। কিন্তু সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফলাফল পুনঃমূল্যায়ন করার ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নয় ছাত্র-ছাত্রীরা। অকৃতকার্য হওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘর বন্টন নিয়ে বক্সনগরে গ্রামসভায় মেম্বারের লাঠিয়াল বাহিনীর তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে গ্রামসভাকে কেন্দ্র করে বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া পঞ্চায়েতে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় নিগৃহীত হয়েছে পঞ্চায়েত সচিব থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। জানা গেছে, শনিবার দুপুর দুইটায় আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এলাকার মুক্তমঞ্চে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বিষয়ে বিশেষ গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাম সভাতে পঞ্চায়েত সচিব থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন এগ্রি সুপারিনটেন্ডেন্ট মনিষ দাস। এছাড়াও এলাকার শতাধিক সাধারণ জনগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তবে সভার কাজ শুরুতেই পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি ফিরোজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় উদ্ধার পশ্চিমবঙ্গের নাবালিকা, নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ আগস্ট।। ভালোবাসার পাত্রের হাত ধরে কলকাতা থেকে ত্রিপুরায়। নাবালিকা মেয়ের বাড়ি কলকাতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার। খোঁজ পেয়ে শনিবার দুপুরে অবশেষে নাবালিকাকে চাইল্ডলাইন কর্তৃপক্ষ তুলে দেয় পরিবারের হাতে। বিলোনিয়া সুভাষ নগর এলাকার ছোটন দেবনাথ নামে এক যুবক গত ১৭ ই জুলাই দঃ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা নাবালিকাকে নিয়ে আসে তার বাড়িতে।

নাবালিকার পরিবার অবশেষে মেয়ে খোঁজে দারস্থ হয় স্থানীয় চাইল্ড লাইনে। এরপর চাইল্ড লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় ত্রিপুরায়। বিলোনিয়া চাইল্ড লাইনে খবর আসার পর , সুভাষ নগরের এলাকায় ছোটন দেবনাথ এর বাড়িতে ছুটে যায় পুলিশ সহ বিলোনিয়া চাইল্ড লাইনের কর্তৃপক্ষ। বাড়িতে খোঁজাখুঁজির পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সকল নাগরিককে

75তম স্বাধীনতা দিবস

এর আন্তরিক শুভেচ্ছা

জয় হিন্দ

Azadi Ka Amrit Mahotsav

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক
ভারত সরকার

“দেশের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব কোটি কোটি ভারতবাসীর উৎসব, যা সারা দেশের ঐতিহ্য, একই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল প্রগতির প্রতিফলন। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের ৭৫ বছরের অর্জন তুলে ধরব। এই উৎসব আগামী ২৫ বছর উন্নয়নের রূপরেখা এবং সংকল্পের জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।”

— নরেন্দ্র মোদী

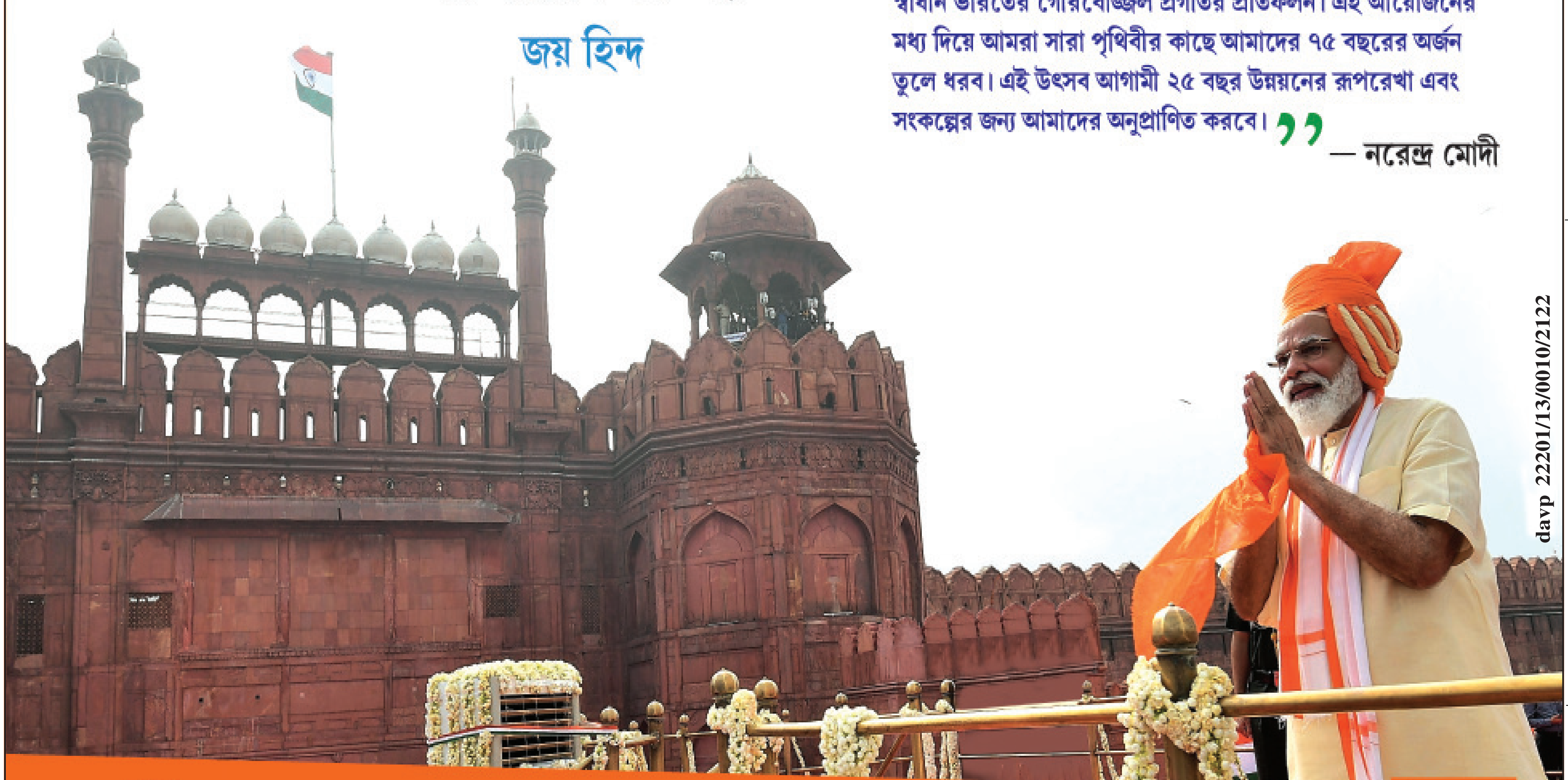

davp 22201/13/0010/2122

দেশের প্রতিটি কোণে,
প্রতি হৃদয় স্পন্দনে...

দেশ প্রথম

লাল কেল্লার প্রাকার থেকে স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠান সকাল৬টা ৩৫ মিনিট থেকে দূরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

#AmritMahotsav

কিউ আর কোডটি স্কেন করুন এবং আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যোগ দিন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৯৬ ▫ ১৫ আগস্ট ২০২১ ইং▫ ২৯ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

স্বাধীনতার ধর্ম

আজ ১৫ আগস্ট। পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। বহু দেশপ্রেমিক মানুষের ত্যাগ-তিতক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে ইংরেজদের পরাকাষ্ঠা হইতে ভারত বর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল, ভারতবর্ষে একদিন স্বাধীন হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সমস্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করিবার অধিকার পাইবে। তাহাতেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পূরণ হইবে। ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসনের শৃংখল মুক্ত করিতে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী হাসিতে হাসিতে আত্ম বলিদান দিয়াছেন। আজকের দিনে আমাদের হিসেব-নিকেশ করিবার সময় আসিয়াছে। যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও সেই স্বপ্ন সফল হইয়াছে কি?

আজ আমাদের আত্মসমালোচনা করার দিন। ভুলিয়া গেলে চলিবে না, যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশ ও দেশ মাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত করিতে আত্ম বলিদান দিয়াছিলেন আজকের দিনে তাদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা মননে স্মরণ করিতে হইবে। আমরা যে স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিতেছি তাহা কোনদিনই সম্ভব হইতো না যদি না তৎকালীন দেশপ্রেমিক মানুষ জীবন উৎসর্গ করিতেন। তাহাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলেই ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাষ্ট ভারত ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতা পাইয়াছিল। ইতিহাসের পাতায় স্বাধীন ভারতের অধ্যায় তুলিয়া ধরিতে বহু মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ গিয়াছিল, ঝরিয়াছিল রক্ত। তাই, এই দিনটি প্রত্যেক ভারতীয়র কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসে সেই সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং মহা সমারোহে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস। এইবছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ১৫ অগাষ্ট ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হইতেছে। স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য ভারতের পতাকা উত্তোলনসহ গোটা দেশজুড়ে বহু অনুষ্ঠান, উৎসবের আয়োজন করা হয়। সবাই সবাইকে এই বিশেষ দিনের শুভেচ্ছা জানায়। শত মুক্তিযোদ্ধার রক্ত ঝরাইয়া,সূর্যের মতো আলো ছিটাইয়া,এলো আজ সেই স্বাধীনতা।আজকের দিনেই ইংরেজ শাসন থেকে মু পাইয়াছিল ভারত। তাই এই বিশেষ দিনে সকল ভারতবাসীকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।কতো ক্ষুদিরাম দিয়া গেলো প্রাণ,কতো প্রফুল্ল চাকী,তবুও আঁধার এখনও আঁধার,সূর্য ওঠার বাকি। দেশের পতাকার মান রক্ষার ভার তুলিয়া নিন নিজের কাঁধে। ঐক্যবদ্ধ হন। গর্জে উঠুন দুর্নীতির বিরুদ্ধে। যাঁহারা নিজের প্রাণ ও রক্ত দিয়া দেশ স্বাধীন করিয়াছেন, সেই সকল বীর যোদ্ধাদের জানাই আন্তরিক সম্মান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে।আসুন আমরা একত্রিত হই।হাতে হাত মিলাইয়ি এগিয়ে চলার শপথ নিই।'মরে যাওয়ার পরেও আমার দেশপ্রেম শেষ হয়ে যাবে না। ভগৎ সিং বলিয়াছিলেন আমার কবর থেকেও দেশপ্রেমের সুগন্ধই মিলবে' - দেশের পতাকা শুধুমাত্র একটা কাপড়ের টুকরো নয়, দেশের ঐক্যের প্রতীক। তাই পতাকাকে সম্মান জানানো আমাদের প্রধান কর্তব্য। ধর্মের ভেদাভেদিতে দেশ ভাগ হতে দেখেছি আমরা। তাই ধর্মের নামে আর লড়াই নয়। বরং দেশের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে চলো আমরা সবাই হাতে হাত মেলাই আসুন ঐক্যবদ্ধ হই। ভেদাভেদ ভুলিয়া গড়িয়া তুলিবার শপথ নিই এক নতুন ভারত। যেখানে ধর্মান্ধতার পরিবর্তে ভালবাসাই হইবে একমাত্র ধর্ম।

দেশভাগের যন্ত্রণা কখনও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): দেশভাগের বেদনাময় স্মৃতি কোনও ভাবেই ভুলতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানালেন, দেশভাগের যন্ত্রণা কখনও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। দেশভাগের সময় আশ্রয়চ্যুত হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, অনেকে নিজেদের প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের স্মৃতিতে ১৪ আগস্ট দিনটি "বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস" হিসেবে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ""বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস" সামাজিক বিভাজন, অনৈক্যের বিষ দূর সরিয়ে দিয়ে একাত্মতা, সামাজিক ঐক্য ও মানুষের ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করবে।' শনিবার দু"টি টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পৃথক টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'দেশভাগের যন্ত্রণা কখনও ভোলার নয়। ঘৃণা ও হিংসার কারণে আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই ও বোন আশ্রয়চ্যুত হয়েছিলেন, এমনকি অনেকে প্রাণও হারিয়েছিলেন। তাঁদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের স্মৃতিতে ১৪ আগস্ট দিনটি "বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী টুইটে আরও জানান, "বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস" সামাজিক বিভাজন, অনৈক্যের বিষ দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেবে ও একাত্মতা, সামাজিক ঐক্য ও মানুষের ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করবে।'

বাংলার মেয়েদের কৃতিত্ব, উৎসাহ ও নিষ্ঠার জন্য গর্বিত : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): 'কন্যাশ্রী দিবস'-এ পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের সাফল্যের প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়েদের সাফল্য ও স্বপ্নপূরণে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার সকালে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'কন্যাশ্রী দিবসে বাংলার প্রতিটি মেয়ের সাফল্য উদ্‌যাপন করছি। তাঁদের কৃতিত্ব, উৎসাহ ও নিষ্ঠার জন্য আমি গর্বিত।' টুইটে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'কন্যাশ্রী প্রকল্প রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কিশোরীর স্বপ্নপূরণে সাহায্য করেছে। মেয়েদের ক্ষমতায়ণের জন্য সর্বদা আমাদের কাজ করে যাওয়া উচিত।'

জম্মু পুলিশের জালে ৪ জন জৈইশ জঙ্গি, ছক কষছিল বড়সড় নাশকতার

জম্মু, ১৪ আগস্ট (হি.স.): সন্ত্রাসবাদীদের নাশকতার ছক বানচাল করল জম্মু পুলিশ। জম্মু পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৪ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। জম্মুর ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) মুকেশ সিং জানিয়েছেন, ওই ৪ জন জঙ্গি ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করছিল ও কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিদের কাছে সেই অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। আইজিপি জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে একজন জঙ্গির নাম-ইজাহার খান। তার বাড়ি উত্তর প্রদেশের শামলি জেলায়। সে জানিয়েছে, পাকিস্তানের জৈইশ কমান্ডার মুনাজির তাকে জানিয়েছে, ড্রোনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া অস্ত্র অমৃতসরের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে। তাকে অযোধ্যার রামমন্দির পরিদর্শন করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সেই কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

চতুর্থ দিনেও অব্যাহত উদ্ধারকাজ, কিন্নরে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ২৩

কিন্নর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): উদ্ধার হল আরও ৬টি দেহ। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় ভূমিধসের ঘটনায় প্রাণ হারালেন ২৩ জন। শনিবার দুপুর পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ২৩টি মৃতদেহ, পাশাপাশি চতুর্থ দিনেও অব্যাহত রয়েছে উদ্ধারকাজ। গত বুধবার দুপুরে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে কিন্নর জেলার রেকংপেও-শিমলা হাইওয়েতে নুগুলসারির কাছে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পাথরের নীচে চাপা পড়ে যায় একটি বাস ও কয়েকটি গাড়ি। শুক্রবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছিল ১৭টি দেহ।শনিবার ভোর চারটে থেকে ফের শুরু হয় উদ্ধারকাজ, এদিন সকালে আরও দু"টি দেহ উদ্ধার হয়, তারপর পাওয়া যায় আরও ৪টি দেহ, ফলে ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৩। হিমাচল প্রদেশ-রাজ্য জরুরি অপারেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিন্নরে ভূমিধসের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। আইটিবিপি জানিয়েছে, উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। তবে, আর কেউ বেঁচে নেই, বলেই মনে করছে উদ্ধারকারী দল।

সার্ধশতবর্ষে ঋষি অরবিন্দ এবং পঞ্চসপ্ততি বর্ষে স্বাধীনতা

শান্তনু রায়

দেখতে দেখতে চুয়াত্তরটি বছর পার হয়ে এল ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে খণ্ডিত করে মধ্যরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এভাবে স্বাধীনতা এলেও প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির দীর্ঘ সংগ্রামে অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা বীরত্ব আত্মত্যাগ আত্মবলিদান দিতে হয়েছে দেশবাসীকেত্ত কত বিবীর রক্তে রাঙা সে অধ্যায়। কত বীর সন্তান জীবনমৃত্যু পায়ের ভূত্য অনুভবে নিঃশেষে দিয়েছে প্রাণপ্রিয় দেশমাতার মোচনে। স্বদেশব্রতের মহান দীক্ষায় নত তাদের আন্তরিক অনুভবে ছিল স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি। সে সংগ্রামের বিভিন্ন পর্ব অগ্নিপুরুষের অভীমন্ত্রে নেতৃত্বে অংশগ্রহণে নতুন মাত্রা, নতুন গতিসঞ্চারে সপীবিত হয়েছে। এমনই এক প্রবাদপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র এবং প্রথিতযশা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ও স্বর্ণলতা দেবীর তৃতীয় শৈশব থেকেই দুই অগ্রজের সঙ্গে বিলেতবাস শুরু আপাদমস্তক সাহেবী মনোভাবাপন্ন পিতার অনুভায়-পত্রত্রয়কে আইসিএস করার বাসনায়। পশ্চিমি প্রবাসে পুরোদস্তর সাহেবীয়ানা ও আশৈশব বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিচ্ছিন এক আবহে বড় হয়ে ওঠা কেম্ব্রিজের মেধবী ছাত্র পিতার ইচ্ছায় আইসিএস-উচচাশী অরবিন্দ আইসিএসের লিখিত পরীক্ষায় একাদশ স্থানাধিকারী হলেও নিজে তেমন উৎসাহ বোধ না করায় অশ্বারোহন প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা ফলতঃ অকৃতকার্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও পরিত্যাগ করে ফিরে এলেন দেশে ১৮৯৩-এর গাইকোয়াড়ের (৩য়) আমন্ত্রণে যোগ দিলেন তীর বরোদা রাজ্য সার্ভিসে এবং রাজ্য প্রশাসনে বিভিন্ন পদে কর্মরত থাকার পর বরোদা কলেজে আংশিক সময়ের ফরাসী ভাষার শিক্ষক পদে যোগদান করে পরে একসময় উপাধ্যক্ষ পদেও উন্নীত হন। এসময় নিজে থেকে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করেন। বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমকালীন বিবিধ বিষয় লিখতে থাকেন এবং পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তি ও দেশের সমকালীন রাজনীতি চর্চায় ত্রমশ আগ্রহান্বিত হতে থাকেন। এখানে থাকাকালীন মধ্যপ্রদেশ ও ছোটভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রসহ বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ত্তহয়। তিনি ক্রমে মধ্যপ্রদেশ ও বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে ওঠেন কলকাতায় আতীয়স্বজনের কাছে যাতায়াত ও যোগাযোগের দৌলতে। অন্যদিকে তীর যোগাযোগ হয় বালগঙ্গাধর তিলক, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের সঙ্গে। ইতিমধ্যে ১৯০১-এ ২৮ বছরের অরবিন্দের বিয়ে পাকা হয় ১৪ বছরের মৃণালিনীর সঙ্গে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর ১৯০৬-এ বরোদা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতা চলে আসে। সে বছরই কলকায় জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হলে তীর অধ্যক্ষ হন অরবিন্দ। যদিও পরের বছরেই ওই পদ থেকে ইস্তফা দেন সক্রিয় রাজনীতিতে আরও পুরোমাত্রায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। এরপর চরমগন্থায় স্বদেশের মুক্তির তবে ঝাঁপি পড়লেন আগুনঝরা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে। নিয়মিত লিখতে আরম্ভ করলেন যুগান্তর, বন্দেমাতরম, কর্মযোগিন ও হিন্দু পত্রিকায়। যদিও প্রাথমিকভাবে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ও যুক হয়েছিলেন, কিন্তু পরে যুগান্তর দলে যোগ দিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাঘা যতীনকেও গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বরোদার সেনাবিভাগে। অনেকের মতে লন্ডনে থাকাকালীনই তিনি গুপ্তসমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫০-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা উত্তাল বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার তখন গতি পেয়েছে ব্রাহ্মবান্ধবের সন্ধ্যা পত্রিকার মাধ্যমে ও জস্বিনী ভাষায় আহ্বানেও আনন্দমঠের প্রেরকণায়। অরবিন্দ এগিয়ে এলেন সহিংসপন্থায় ব্রিটিশ বিতাড়ন করে দেশমুক্তির স্বপ্নদর্শী বাংলার দামাল যৌবনকে নেতৃত্ব দিতে। ব্রিটিশ সরকার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ হলেন গ্রেফতার। বিচারে বন্দেমাতরম রাজদ্রোহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হল, বিপিচন্দ্রের ছ'মাসের কারাদণ্ড হল। প্রমাণাভাবে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

প্রসঙ্গত ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে অরবিন্দু ঘোষই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব নিয়ে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের প্রচণ্ড গোলযোগ হওয়ায় অধিবেশন ভেস্তে যায়। অন্যদিকে ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের আনীত পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সংশোধনী ভোটভূটিতে খারিজ হয়ে যায়। অথচ পরের বছর ১৯২৯-এই জওরলালের নেতৃত্বে লাহের কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব চলতে থাকে এর আগে নাকি পুর্ণস্বরাজের কথা কেউ ভাবেননি। অন্য একটা মহলের আবার দাবি, ১৯২১এর কংগ্রেস অধিবেশনেই নাকি প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় হসরত মোহানি প্রমুখের দ্বারা। ইতিহাস কিন্তু বলে কংগ্রেসের মঞ্চে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সম্বলিত প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন অরবিন্দ ঘোষই সেই ১৯০৭ সালের সুরটি কংগ্রেসে। আর কংগ্রেসের মঞ্চের বাইরে সাধারণ পরিসরে এ দাবি প্রথম তোলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ১৯০৬ সালে।

এরপর ১৯০৮-এ অরবিন্দের ভাবশিষ্য ক্ষুরিদাম আর প্রফুল্লের ভ্রমবশত নিক্ষিপ্ত বোমায় দুই শ্বেতাঙ্গ মহিলার অনিভিপ্রেত মৃত্যুতে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট। এদিকে মানিকতলায় বিপ্লবীদের বোমা তৈরির কারখানার হদিশ ব্রিটিশের কাছে ফাঁস হলে আলিপুর বোমা মামলায় আরও অনেকের সঙ্গে গ্রেফতার হলেন, অরবিন্দও পরিকল্পনাও রূপায়ণে জড়িত থাকার অভিযোগে এবং আবার কারবাস।

প্রায় এক বছর ধরে সেই আলিপুর বোমা মামাল চলাকালীন অরবিন্দের বন্দিজীবন কেটেছেন আলিপুর জেলের নির্জন সেলে। সেই কারাজীবনকালেই ঘটল আশ্চর্য রূপান্তর- মানসলোকের আমূল পরিবর্তন---অন্তরাত্মার আহ্বানে বিপ্লবী থেকে দ্রষ্টা ঋষি মানবমুক্তির বৃহত্তর পরিসরের অন্বেষণে। বন্দিদশায় তাঁর উপলব্ধি হল সক্রিয় রাজনীতির দৈনন্দিন পরিমণ্ডল অতিক্রম করে তাঁকে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হতে হবে বিশ্বমানবতার মুক্তির সন্ধানে। নির্জন কুঠুরিতে তাঁকে 'দর্শন' দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজের কথায় It is a fact that I was heaning constanly the voice of vivekananda speaking to me for a fomight in the aliin my soliary meditation and felt his pecsence. মামলায় চিত্তরঞ্জনের অতুলনীয় বাগ্মীতাপূর্ণ সেই সওয়ালের প্রেক্ষিতে তাঁর কারামুক্তি ঘটল ১৯০৯ রে ৬ মে। কিন্তু কারাবাসে যাওয়া বিপ্লবী অরবিন্দ কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন ঋষি অরবিন্দ রূপে। এই রূপান্তরের বার্তা প্রথম ধ্বনিত হল জেল থেএক মুক্ত হবার অব্যবহিত কাল পরের তাঁর সেই বিখ্যাত অভিভাষণ 'উত্তরপাড়া' ভাষণে। অতঃপর মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে ন'বছরের বৈবাহিক জীবনের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে বিংশতীবর্ষীয়া স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও প্রধান কর্মস্থল এই শহর কলকাতাকে পরিত্যাগ করে পা রাখলেন সদূর পণ্ডিরেরী বা অধুনা পুদুচেরিতে।

পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ায় বাংলার বিল্পবীদের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ বাহ্যত ছিন্ন হয়েছিল একথা সত্য। কিন্তু বাস্তবে হয়ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি যোগাযোগ। অনেকের মতে, অরবিন্দ হয়ত অনুধাবন কতে পেরেছিলেন যে এবারে মতো ছাড়া পেলেও ব্রিটিশের পক্ষে তাঁর মতো 'দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস ম্যান ইন ইন্ডিয়াকে জেলের বাইরে বেশিদিন থাকতে দেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় আবার তাঁর বন্দিদশা প্রত্যাসন্ন । সেজন্য তিনি ব্রিটিশের নাগালের বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই বেছে নিয়েছিলেন তৎকালীন ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিচেরীকে যেখান থেকেই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বিনা বাধায় চলতে পারে কারণ ফরাসি সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি তেমন খড়গহস্থ নয়। ফলে আশ্রমকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীদের এক রাজনৈতিক আশ্রয়স্থল গড়ে উঠেছিল সেখানে এবং সেখান থেকেই গোপন এবং সাঙ্কেতিক বাষায় যোগাযোগ রাখা হত বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গেও। এমনকী এভাবেই নাকি স্বয়ং অরবিন্দের যোগাযোগ ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ।

প্রসঙ্গত পণ্ডিচেরী যাওয়ার আগে মাসখানেক গোপন আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছিলেন অরবিন্দ চন্দননগরে জনৈক;ক মতিলাল রায়ের সাহায়তায় তাঁরই বাড়িতে এক্ষেত্রেও মাসখানেকের এই অজ্ঞতাবাসের স্থান নির্বাচনটি লক্ষ্যণীয়। শহর কলকাতা যেখানে তাঁর একাদিক আত্মীয়স্বজন আছে সেখানে নয়, কিন্তু অদূরে ফরাসী চন্দননগর যেখান থেকে ফরাসী পণ্ডিচেরীদের যাওযার ব্যাবস্থাকল্পে। অরবিন্দের বিশেষ আস্থাভাজন এই মতিলাল রায়ের 'যুগপুরুষ শ্রীরবিন্দ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তৎকালীন পণ্ডিচেরী ফ্রি পোর্ট হওয়ায় বাংলার বিশেষত চন্দনদরের বিপ্লবীরা এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বিদেশ থেকে জলপথে অস্ত্র আমদানিতে সচেষ্ট হন অরবিন্দের জ্ঞাতসারে এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ও সুরক্ষিতভাবে মজুত রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী তা যথাস্থানে যথাসময়ে সরবরাহ করতে সফল ও সক্ষম হয়েছিল অরবিন্দের সহায়তা সহযোগিতা সর্বোপরি তাঁর প্রাজ্ঞ অনুশাসন ও নির্দেশে। এবিধ ঘটনা যেন ক্ষণিকের তরে হলেও স্মরণ করায় কয়েক দশকের ব্যবধানে স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক অগ্রপথিক অকুতোভয় সেনানায়কের মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে ওর দেশ ছেড়ে দুর্গমপথে দুঃসাহসিক অভিযানে মরণপণ লড়াইয়ে সীমানা অতিক্রম করে দেশের মাটি স্পর্শ করেও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কৌশল হিসেবে রহস্যময় স্বেচ্ছা অন্তর্ধানের কথা এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের চক্রব্যূহের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সন্ন্যাসী বেশে এই স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন লোকচক্ষুর অন্তরালে যাপন--- নিজস্ব পদ্ধতিতে আপনকর্ম সম্পাদানের কথা। প্রসঙ্গত এই প্রবাহপুরুষের এমন যাপনের যৌক্তিকতাও সম্ভাব্যতা নিয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণির উন্নাসিকের কুট প্রশ্নের প্রতিযুক্তিতে বিপ্লবী থেকে ঋষি অরবিন্দের এই রূপান্তরের যাত্রাপথের জাজ্বলামান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে হয় বারংবার, হ্যা আজও। যে হোক, ১৯২৬ এর নভেম্বরে খষি অরবিন্দ সিদ্ধিলাভের পর সেই বছরেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম" প্রতিষ্ঠা হয়। আশ্রম অবতার রূপে অভিধা দিলেন খাষি অরবিন্দ এবং আশ্রমের সব কাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। অরবিন্দ বাকি জীবনটা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন যোগ সাধনায় এবং ব্যাপৃত ছিলেন দর্শন ব্যাখ্যামূলক বিভিন্ন রচনায়। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায়ই বিশেষ বুৎপত্তিসম্পন্ন খষি অরবিন্দের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে - দ্যত্ত লাইফ ডিভাইন, আধ্যাত্মিক মহাকাব্য সাবিত্রী, এসেজ অন গীতা, কারাকাহিনী, ভারতের নবজন্ম ইত্যাদি। পর ১৯৫০-এর নভেম্বর মাসের ৫ তারিখে প্রয়াত হন খষি। ১৯২৮-এ রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তার অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এভাবে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সব থেকে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। ... আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই যৌবনের মুখে ক্ষুরু আন্দোলনের মধ্যে যে পস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছিত্ত রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। আজ তাকে দেখলুম তার দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ ভদ্ধতায়ত্ত আজও তীকে মনে মনে বলে এলুম- অরবিন্দ, রবীন্দের লহো নমস্কার! যদিওত্ত অনেক গবেষকের মনেই প্রশ্ন জাগে, সহিংসগন্থা বা "বিভীষিকাগন্থা"র তীব্র বিরোধী রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী অরবিন্দের বৈপ্লবিক বা গুপ্তসমিতির কার্যকলাপকে কী চোখে দেখতেন, কী করেই বা এমন সশ্রদ্ধ অভিবাদনে ভূষিত করতেন, বিশেষত যেখানে নগাবান্ধব উপাধ্যায় এই 'বিভীষিকাগন্থা"র জন্যই প্রবলভাবে তিরস্কৃত সমালোচিত হন।

এ রহস্য এপর্যন্ত তই থেকে গেল। অন্যদিকে এক সমাপতন এই যে অরবিন্দের আবির্ভাব দিবসটিইত্ত দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনরূপে স্থিরীকৃত হয়েছিল। এবছর ৯৫ আগস্ট যেমন দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস, তেমনই সেই প্রবাদপুরুষের স্বার্ধশত জন্মদিন।

যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই ও বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড যে পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়ত্ত অসংখ্য অকুতোভয় বঙ্গনারী হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন, অনেকে সরাসরি সশস্ত্র বৈপ্লবিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, অনেককে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে, অন্তত একজন প্রাণও দিয়েছেন। এদের অনেকের নাম আজকের দিনে স্বল্পশ্রুত হলেও স্বাধীনতা যজ্ঞের কর্মকাণ্ডে তাদেরও অসামান্য। আজকের পুণ্যলগে সকলের প্রতিই নিবেদিত হোক বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ

বিনোদ ঘোষাল

উত্তরপ্রদেশে একটি ক্লাস সিক্সে পড়া ছেলে আত্মহত্যা করেছে। যে বয়সে মৃত্যু কী, তাই ভালভাবে বোঝার মতো বোধবুদ্ধি হয়নি— সেই বয়সে কিনা নিজেকে শেষ করে দিল গলায় ফাঁস লাগিয়ে। শুতা তাই নয়, মৃত্যুর আগে সে সুইলসাইড নোট পর্যন্ত লিখে গিয়েছে। সেখানে সে লিখেছেন, এই পথ বেছে নেওয়া ছায়া তার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। আমি আমার ছেলেকে দেখছিলাম, আর মনে মনে কল্পনা করছিলাম যে, ছেলেটি ওই নরম আঙুলগুলো দিয়ে দড়ির ফাঁস লাগাল, নিজের গলায় বাঁধল, ছেলেটির গালে চোখের জল শুকিয়ে রয়েছে, মাঝেমাঝে ফোঁপাচ্ছে। যে বয়সটা এসব কিছুই কল্পানা করার নয়, শুধু স্কুলে, মাঠে, বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করার, দৌড়-ঝাঁপ করার, পাঠ্যবই, গল্পের বই পড়ার, কার্টুন দেখার—সেই বয়সে, কৈশোরে পা দেওয়ার আগেই, ছেলেটি টিরকালের মতো নিভিয়ে ফেলল নিজেকে। কেন? কারণ, উত্তরপ্রদেশের সেই বাচ্চা ছেলেটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে করতে শিখে গিয়েছিল কেমন করে ভিডিও গেম খেলতে হয়, আর খেলতে খেলতে একসময় সে কবে যে সেই খেলায় পুরোপুরিভাবে ড্রাগ নেওয়ার মতো 'অ্যাডিক্টেড' হয়ে পড়েছিল, নিজেই বোঝেনি। ছেলেটি এই গেমের জন্য মায়ের ব্যাঙ্কিং অ্যাপ থেকে পুরো৪০ হাজার টাকা খরত করে,তখন সেই বাচ্চাটি আর নিতে পারেনি--- অভিমানে, ক্ষোভে, অপমানে কিংবা হয়তো নিজেকে এই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্যই এমন চূড়ান্ত পথ সে বেছে নিয়েছিল।

ঠিক মাসচারেক আগের ঘটনা। আমার ছেলে গত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে অতিমারীর জন্য গৃহবন্দি, স্কুল নেইষ বন্ধু নেই, কোথাও বেড়াতে-ঘুরতে যাওয়া নেই, আছে শুধু ঘর, বারান্দা, আর একটা মোবাইল। এই মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপে ভার্চুয়াল ক্লাসের লিঙ্ক আসে, তারপর জুমে ক্লাস চলে। হোমওয়ার্ক করে ছবি তুলে আবার হোয়াটসঅ্যাপেই আপলোড করে জমা দেয়। ভার্চুয়াল পরীক্ষা চলে। আর ক্লাস ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে যেটুকু কথা বলে, সেটাও ভিজিও কলে। ছেলের প্রতি ২৪ ঘন্টা নজর রাখা সম্ভব না। সেটা সুস্থতাও নয়, কিন্তু আমি বা আমার স্ত্রী বুঝতেই পারিনি—বন্ধুদের সঙ্গে এমনি কতা বলতে বলতে ওরা কবে যেন শুধুই ভিডিও গেমের ক্যারেক্টারদের নিয়ে আলাচনা শুরু করেছে। প্রথমে 'ছোটদের গল্প' বলেকান না -দিলেও একসময় আমরা দু'জনে খেয়াল করলাম, াামার ছেলে ওর বন্ধুদের সঙ্গে শুধুমাত্র ভিডিও গেম নিয়েই কথা বলছে যে তাই নয়, সেই খেলা অনলাইনে খেলছেও। তখনও আমরা ভেবেছিলাম, বেচারা কি-ই বা করবে? কোনও এখটা খেলা তো দরকার, বাস্তবের মাটে নামতে পারছে না যখন, তখন ভার্চুয়াল মাঠেই খেলুক।

তখনও বুঝতে পারিনি, এই 'আহা'-টুকু কিছুদিনের মধ্যে কি ভয়ংকর আকার ধারণ করতে শুরু করবে। কিছুদিন পর দেখা গেল, আমার ছেলের অনলাইন ক্লাসেও মন নেইষ হোমওয়ার্ক করছে না, মায়ের কাছে সন্ধের পর পড়তে বসলেও অন্যমনস্‌। সারক্ষণ কী যেন ভাবে। আর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে একটাই বিষয় গেমে কার কত পয়েন্ট দু'জনে সমস্যাটা বুঝলাম এবং ঠিক করলাম এবারে লাগাম টানতে হবে। ভেবেছিলাম, আমাদের ছেলে এমনিতে বাধা, বারণ করলে কতা শোনে, এই খেলা এবারে বন্ধ করতে বললে ঠিক শুনে নেবে। কিন্তু এই খেলা যে কী ভয়ংকর তা বুঝতে পারলাম ছেলেকে বারণ করতে গিয়ে, খেলাতে বাধা দিতে গিয়ে।শান্তশিষ্ট বাধ্য ছেলেটা ভায়োলেন্ট হয়ে উঠল—কান্নাকাটি, চিৎকার, গুম হয়ে যাওয়া —আরও নানাবিধ অদ্ভুত উপসর্গ। আমাদের মাথায় হাত—এ কী হল।

গিটার বাজাতে, গল্পের বই পড়তে ছবি আঁকতে, ম্যাজিক দেখাতে ভালবাসা আমার ছেলে সব ভুলে গিয়ে, সব ছেড়ে দিয়ে শুধু ভিডিও গেমে মগ্ন—আর কিচ্ছু না। ক্লাস চলতে চলতেও ছেলে যে লুকিয়ে ভিজিও গেম খেলছে। সেটা বেশ কয়েকবার হাতেনাতে ধরা পড়ল। শাসন করলাম, বকলাম, দিনের পর দিন মাথা ঠান্ডা রেখে অনেত আদর করে বোঝালাম। ছেলের মুখ থেকে উত্তর না শুনলাম, তার সারমর্ম হল, আমি জানি, তোমরা বারবার বলছে মানে এটা খেলা হয়তো খারাপ—কিন্তু আমি এটা ছাড়তে পারছি না। প্রিয় পাঠক, এই লাইনটা হুবহু একজন ড্রাগ অ্যাডিক্টের জবানি ছাড়া আর অন্য কী হতে পারে বলুন?

আমি একদিন মোবাইলটা নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, গেমটা খুঁজে পেলাম না। ছেলেকে অনেক বোঝালাম, বললাম, গেমটা কোথায়, আমাকে একবার দেখা। আমি বকব না। প্রথমে সে স্বীকার করতে চাইছিল না, মোবাইলে কোনও গেম আছে। তারপর হয়তো কিছুটা ভরসা পেয়ে গেমটা বের করার আগে খুব কনফিডেন্টলি মোবাইলের স্ক্রিনে কী যন্ত্ররমন্ত্রর করল, বুঝলাম না, অন্য একটা স্ক্রিন খুলে গেল। সেখানে সব ভিডিও গেম ডাউনলোডে করা। ওগুলো নাকি স্পেশাল ফিচারের মাধ্যমে হাইড করে রাখা যায়। আমি সেদিন ছেলেকে বকিনি। বলেছিলাম, আমি এগুলো ডিলিট করব না। যদি তোর নিজের কোনও দিন মনে হয় এগুলো ঠিক হচ্ছে না।, তাহলে ডিলিট করিস। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের দ্বারা আর সম্ভব না, এবারে কাউন্সেলিং করানো দরকার। তবে তার আগে একটা শেষ চেষ্টা করলাম। যেহেতু ছেলের বই পড়ার মনোযোগও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি আর ওর মা মিলে ওকে 'পাণ্ডব গোয়েন্দা', লীলা মজুমদার 'টিনটিন', 'উইম্পি কিড' ইত্যাদি পড়ে শোনাতে থাকলাম। ছেলের সঙ্গে প্রতিদিন নিয়ম করে ক্যারম খেলা শুরু করলাম এবং সেই সঙ্গে আমার নিজের ছেলেবেলার নানা দুষ্টমির কথা ইত্যাদি। আর যেটা করলাম—মোবাইলটা পুরোপুরি নিয়ে নিলাম, বদলে ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপে ক্লাস করাতে বসালাম। মোবাইলে লুকিয়ে গেম খেলা যায়, কিন্তু ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে তা যথেষ্ট কঠিন। মোবাইল নিয়ে নেওয়ার পরে ও কিছুদিন কখনও খুব বায়োলন্ট, কখনও ডিপ্রেসড হয়ে থাকত। কিন্তু আমরা ওকে অন্যান্য খেলায়-গল্পে বিভিন্ন বিষয়ে এনগেজ করার চেষ্টা চালাতে চালাতে একসময় দেখলাম, ছেলে ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরছে। নিজেই গল্পের বই টেনে নিচ্ছে। আমার সঙ্গে ক্যারম খেলার আগ্রহ দেখাচ্ছে। এ যাত্রার মতো ছেলেকে এই মারণ নেশা থেকে আমার উদ্ধার করতে পেরেছি। খুব জেনেবুঝেই 'মারণ নেশা' বললাম। আমরা, মানে বাবা-মায়েরা, এমনই গেলায় ঠেলে-মেয়ের হাতে মোবাইল তুলে দিই, আমাদের ছেলে-মেয়েরা আপাত নিরীহ গেম খেলছে, ওতে আর কী ক্ষতি হবে, ভাবি। কিন্তু ক্ষতি যে কত গভীরে হয়ে যাচ্ছে, তার প্রমাণ উত্তরপ্রদেশের সেই ক্লাস সিক্সে পড়া অতিমারীর সময়ে আমাদের নিরুপায় হয়েও ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ওদের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে, কিন্তু সেই গ্যাজেটের ব্যবহার কতটুকু করা উচিত—সেই বিষয়ে কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধি নেই, আর এইসব গেম ডেভলপার কোম্পানি অত্যন্ত সুচতুরভাবে এমন সব গেম তৈরি করছে, যাতে শিশুদের মন, বোধ, সবকিছু ড্রাগ নেওয়ার মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। আর তার চূড়ান্ত ফলাফল উত্তরপ্রেদেশের সেই বাচ্চা ছেলেটি। আরও একটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখা দরকার। এই প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজে বাচ্চারা কিন্তু আমাদের থেকে অনেক দ্রুত নতুন প্রযুক্তির খুঁটিনাটি রপ্ত করে ফেলতে পারে। তার জন্য বড়দের সাহায্য ওদের লাগে না। সুতরাং, বড়রা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, তাহলে বিপদ। এই প্যানডেমিকে ছোটরা এমনিতেই ভাল নেই, এই পরিস্থিতিতে ওদের যতটা সম্ভব ভাল রাখার দায়িত্ব আমাদের। ওদের 'ভাল রাখা' মানে ওরা যা চাইছে, তা অন্ধভাবে করতে দিয়ে দেওয়া নয়, ওরা কী করছে—সেই বিষয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। নইলে ঘোর বিপদ। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে ওরা অনলাইনে পড়াশোনা করছে ঠিকই, কিন্তু প্রযুক্তির অভিশাপে ধ্বংস না হয়ে যায়, সেই খেয়াল রাখাটাও বিশেষ জরুরি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সংশোধনী

গত ১৩ আগস্ট জাগরণ-এর দুয়ের পাতায় "দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মহাকবির মহানির্বাণ" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত লেখকের নাম ভুল ছাপা হয়েছে। পড়তে হবে শান্তনু রায়। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী আজ

মনির হোসেন,ঢাকা,১৪ আগষ্ট।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী আজ রোববার (১৫ আগস্ট)। দিনটি যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে বাংলাদেশে ও প্রবাসে জাতীয় শোক দিবস পালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার।

সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে, কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫ আগস্টে সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। সকাল সাড়ে ৬টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ, সশস্ত্রবাহিনী অনার গার্ড প্রদান করবে এবং মোনাজাত করা হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সদস্য ও অন্য শহীদদের কবরে (ঢাকার বনানীস্থ কবরস্থানে) সকাল সাড়ে ৭টায় পুষ্পস্তবক ও ফুলের পাপড়ি অর্পণ এবং দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করা হবে। সকাল ১০টায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে ফাতেহা পাঠ, প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ, সশস্ত্রবাহিনীর অনার গার্ড প্রদান এবং মোনাজাত ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। সারাদেশের মসজিদগুলোতে বাদ জোহর বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন দিবসটির অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারসহ বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করবে।

জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/গ্রোথ সেন্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতীয় শোক দিবসের পোস্টার সাটানো ও এলইডি বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সব মোবাইল গ্রাহককে ক্ষুদে বার্তা পাঠাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিশু একাডেমি বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক বক্তৃতার আয়োজন করবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদফতর ও সংস্থা জাতীয় কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

সরকারি-বেসরকারি সব প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কবিতা পাঠ, রচনা ও চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা, চিত্র প্রদর্শনী, হামদ-নাত প্রতিযোগিতা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জেলা ও উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকতে হবে।

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচিতে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার অংশগ্রহণসহ দেশের সব সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করবে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

তামিলনাড়ু তেলের দাম কমালো পশ্চিমবঙ্গ পারবে না কেন প্রশ্ন দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : তামিলনাড়ু পারল, পশ্চিমবঙ্গ পারছে না কেন? তেলের দাম তামিলনাড়ু কমানোর পর শনিবার এই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে তামিলনাড়ু। আম আদমির পকেটে ছেঁকা দিচ্ছিল পেট্রোল-এর দাম। সেঞ্চুরি পার করেছিল জ্বালানি। নাভিঃশ্বাস উঠেছে আমজনতার। সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে কিছুটা চেষ্টা করল তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার। শুক্রবার তামিলনাড়ুর সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি তিন টাকা কমানো হবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার যে সেস বা লেভি নেয় সেটা থেকেই তিন টাকা কম দাম নেওয়া হবে প্রতি লিটারে। যার ফলে সেঞ্চুরিতে থাকা পেট্রোলের দাম কিছুটা কমছে।

শনিবার দিলীপবাবু একটি টুইটে লিখেছেন, ''যদি তামিলনাড়ু পারে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কেন নয়? মূল্যবৃদ্ধি থেকে মানুষকে স্বস্তি দিতে, তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার পেট্রোলের উপর রাজ্য কর হ্রাস করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ করে বসে আছেন! দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম প্রতিদিন বাড়ছে, সাধারণ মানুষ দুঃখের মধ্যে আছে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার কেন পেট্রোলের দাম কমছে না?''

অপর একটি টুইটে তিনি পেট্রোল পাম্পের ছবি-সহ লিখেছেন, ''তামিলনাড়ু পারলে পশ্চিমবঙ্গ নয় কেন? মানুষকে মূল্যবৃদ্ধির আঁচ থেকে রেহাই দিতে পেট্রোলের ট্যাক্স কমালো ডিএমকে সরকার। মাননীয়া চুপ কেন?

প্রতিদিনই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার। কেন কমাচ্ছেন না পেট্রোলের মূল্য?''

প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর অর্থমন্ত্রী পালানিভাল থিয়াগরাজন জানিয়েছেন, '''২.৬ কোটি মানুষ তামিলনাড়ুতে দু চাকার মোটরবাইক ব্যবহার করে। সেই কথা মাথায় রেখেই সাশ্রয়ের জন্য আমরা ৩ টাকা করে লিটারে দাম কমাচ্ছি পেট্রোলের, এতে সরকারের বছরে ১১৬০ টাকা ক্ষতি হবে।'''

অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতি পদক পাচ্ছেন অসম পুলিশের পদস্থ আধিকারিক সহ ১৮ জন কনস্টেবল

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : কর্তব্যপরায়ণ ও দায়বদ্ধতা, কৃতিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য এবার ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসে গুয়াহাটির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মুন্নাপ্রসাদ গুপ্তা (আইপিএস) সহ রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত মোট ১৮ জন পুলিশ আধিকারিক ও জওয়ানদের রাষ্ট্রপতির উৎকৃষ্ট সেবা ও সাহসিকতার পদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। তাঁদের মধ্যে মরণোত্তর পদকের জন্য মনোনীত করা হয়েছে আলফা-স্বাধীনের গুলিতে শহিদ ভাস্কর কলিতাকেও।

আইন-শৃঙ্খলা শাখার এডিজিপি জিপি সিং এই খবর জানিয়ে বলেন, সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য পদক প্রাপকরা যথাক্রমে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লামহাও ডোঙ্গেল, প্রকাশ সনোয়াল, সাব-ইনস্পেক্টর শহিদ ভাস্কর কলিতা এবং কনস্টেবল দীপক বরা। এছাড়া দায়বদ্ধ কর্তব্যের জন্য পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৩ জন পুলিশ আধিকারিক ও জওয়ান।

অন্য রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপকরা যথাক্রমে পুলিশ সুপার বীরেন্দ্র মেধি, অষ্টম আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট আজাগ্রাওন বসুমতারি, ইনস্পেক্টর রঞ্জিত রাজখোয়া, ইনস্পেক্টর বদরুল ইসলাম, ইনস্পেক্টর যোগেন্দ্র বর্মণ, ইনস্পেক্টর ধ্রুবজ্যোতি দাস, চার হেড কনস্টেবল বালকৃষ্ণ থাপা, দিলীপ বরুয়া, দীপেন দাস, নবীন বড়গোহাঁই, কনস্টেবল শরদিন্দু দেবরায় এবং মহিলা কনস্টেবল শর্মিলা সিং। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

হাইলাকান্দির সাহেবমারা এলপি স্কুলে মিজো দুষ্কৃতীদের গ্রেনেড হামলা, ব্যবস্থা নিতে মিজোরামকে বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার ধলাই থানাধীন অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী লায়লাপুরে অসমের একজন সাধারণ নাগরিক সহ সাত পুলিশ কর্মীকে গুলি করে মেরেও ক্ষান্ত হয়নি মিজো দুষ্কৃতকারীরা। এবার মিজো-দুষ্কৃতীদের গ্রেনেড হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাইলাকান্দি জেলার কচুরতল এলাকার সাহেবমারা গ্রামের একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (এলপি স্কুল)। দফায় দফায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে আলোচনায় সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি নিয়ে যখন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকার পরও গতকাল শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ অসম ভূখণ্ডে অবস্থিত সরকারি নিম্ন প্রথামিক বিদ্যালয়ে গ্রেনেড হামলায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এদিকে গত রাতে সংঘটিত দুষ্কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি নাকি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে কে বা কারা এই দুষ্কর্ম সংগঠিত করেছে সে বিষয়ে তদন্ত করতে অনুরোধ জানিয়ে বিহীত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। আজ শনিবার এখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাইলাকান্দির সাহেবমারায় মিজো-হামলা সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার জবাবে এই কথা জানান ড় শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন। এছাড়া ঘটনাটি যেহেতু অসম ভূখণ্ডে সংগঠিত হয়েছে, তাই এর তদন্ত করতে ইতিমধ্যে রাজ্য (অসম)-এর সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ৬ নভেম্বর রাতেও অনুরূপভাবে কাছাড়ের ধলাই থানার অন্তর্গত হাওয়াইথাং আপার পাইনম আপগ্রেডেড এলপি স্কুল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল মিজো দুষ্কৃতীরা। লাগাতার মিজো আগ্রাসনের জেরে হাইলাকান্দি, কাছাড় এবং করিমগঞ্জ জেলার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ভয়ে তটস্থ। গত ২৬ জুলাই কাছাড়ের লায়লাপুরে মিজোরাম পুলিশের সহায়তায় মিজো-দুষ্কৃতীদের গুলিবর্ষণে অসমের এক সাধারণ নাগরিক সহ সাত পুলিশ কর্মী শহিদ হয়েছেন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন ৪৩ জন পুলিশ কর্মী সহ প্রায় ৭০ জন সাধারণ নাগরিক। এদিকে ২৬ জুলাই কাছাড়ের লায়লাপুরে সশস্ত্র হামলার কয়েক বছর আগে থেকে হাইলাকান্দি জেলার ঘুটঘুটি, কচুরতল, গল্লাছড়া, বিলাইপুর, ধলছড়া ফরেস্ট ভিলেজে মিজোরা আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। গত জুলাই মনাসে হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী ধলছড়া ফরেস্ট ভিলেজে একটি সড়ক নির্মাণ করে রীতিমতো দুঃসাহসিক কাজ চালিয়েছিল মিজো দুষ্কৃতকারীরা। তবে অসম প্রশাসন তাদের এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

পাঁচদিনে ভারত থেকে বাংলাদেশে গেলো ১৭৮ টন কাঁচামরিচ

মনির হোসেন,ঢাকা,১৪ আগষ্ট।। দীর্ঘদিন পর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে কাঁচামরিচ আমদানি শুরু হয়েছে। শনিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে ৩৭ টন কাঁচামরিচ স্থলবন্দর দিয়ে দেশে এসেছে।

এ নিয়ে গত পাঁচদিনে এ বন্দর দিয়ে ১৭৮ টন কাঁচামরিচ ভারত থেকে বাংলাদেশে গেলো।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ৯ আগস্ট (সোমবার) ১২ টন কাঁচামরিচ আমদানির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। পরে ১০, ১১ ও ১২ আগস্ট যথাক্রমে ৪৫, ২৪ ও ৬০ টন কাঁচামরিচ আমদানি করা হয়।

বেনাপোল চেকপোস্ট কার্গো শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা সাইফুর রহমান মামুন বলেন, দেশের বাজারে কাঁচামরিচের দাম বেড়ে যাওয়ায় সরকার পণ্যটি আমদানির অনুমতি দিয়েছে। মেসার্স রুশাত এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স জুবায়ের এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স গাজী এমপেক্স ও মেসার্স উৎস এন্টারপ্রাইজ নামের চারটি প্রতিষ্ঠান এসব কাঁচামরিচ আমদানি করেছে।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বলেন, সংকটের কারণে ব্যবসায়ীরা কাঁচামরিচ আমদানি শুরু করেছে। কাঁচামরিচ আমদানির ফলে দেশের বাজারে পণ্যটির দাম কমবে বলে মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বৃষ্টি ও নিচু জমি পানিতে তলিয়ে যাবার কারণে দেশের বাজারে চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে কাঁচামরিচ। বাজারে সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখতে ভারত থেকে আমদানির উদ্যোগ নেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

ডিএনএলএ আহূত শনিবার সকাল থেকে ৩৬ ঘণ্টা বনধের ডিমা হাসাও ছাড়া কোথাও প্রভাব পড়েনি

হাফলং (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : দেশের ৭৫-তম স্বাধীনতা দিবস বর্জনের ডাক দিয়ে পৃথক হিড়িম্বারাজি রাজ্য গঠনের দাবিতে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠন আহূত আজ শনিবার সকাল ৫-টা থেকে ৩৬ ঘণ্টার হোজাই-কারবি আংলং-ডিমা হাসাও-কাছাড়-হাইলাকান্দি-করিমগঞ্জ জেলা বনধের আংশিক প্রভাব পড়েছে। রাজ্যের হোজাই-কারবি আংলং-কাছাড়-করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে এই বনধের কোনও প্রভাব না পড়লেও ডিমা হাসাও জেলায় বনধের প্রভাব ছিল ব্যাপক। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে বনধের দরুন স্বাভাবিক জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন আহূত ৩৬ ঘণ্টার বনধ শুরু হয় আজ শনিবার সকাল ৫-টা থেকে। বনধ চলবে রবিবার বিকেল ৫-টা পর্যন্ত।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলং সহ মহকুমা সদর মাইবাং, লাংটিং, হাতিখালি, মাহুর, হারাঙ্গাজাও, উমরাংসো সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বনধ ছিল সর্বাত্মক। বনধের দরুন হাফলং শহরের বাজারহাট দোকানপাট সহ সব ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। বনধের জেরে শহরের রাস্তায় সরকারি যানবাহন ছাড়া বেসরকারি কোনও গাড়িঘোড়া চলাচল করতে দেখা যায়নি। তবে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল ছিল স্বাভাবিক। ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন আহূত এই বনধে জেলার কোনও জায়গা থেকে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা দিবস বয়কট করে অসমের হোজাই, কারবি আংলং, ডিমা হাসাও, কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি, এই ছয়টি জেলাকে নিয়ে পৃথক হিড়িম্বারাজি রাজ্য গঠনের দাবিতে ৩৬ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছিল ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি নামের এই জঙ্গি সংগঠনটি। এ বছর ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হবে। আর এবারই প্রথম উত্তরপূর্বের জঙ্গি সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক দেয়নি। ব্যতিক্রম শুধু ডিএনএল জঙ্গি সংগঠন। ২০০৯ সালে এক সময়ের ত্রাস সৃষ্টিকারী ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠন অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার পর পাহাড়ি জেলায় স্থায়ী শান্তি ফিরে এসেছিল। তবে এবার ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠায় পাহাড়ে আবার অশান্তির কালো মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

আম্বালায় ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু দুই পুলিশের, প্রাণ গেল আরও দু''জনের

আম্বালা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানার আম্বালায় ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হল দু''জন পুলিশ কর্মী-সহ ৪ জনের। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আম্বালায় ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃত পুলিশ কর্মীদের নাম-এএসআই নাসিব সিং ও কনস্টেবল বলবিন্দর সিং। অন্য দু''জন হলেন-যমুনা নগরের বাসিন্দা মনীশ ও প্রদীপ। দুর্ঘটনার পর সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় ঘাতক ট্রাক। পুলিশ সূত্রের খবর, আম্বালা শহরের দিকে আসছিলেন মনীশ ও প্রদীপ, তখন একটি কেন্টারের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয়। কন্টোল রুমে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশের পিসিআর ভ্যান সেখানে পৌঁছয় ও তদন্ত শুরু করে। এরইমধ্যে একটি ট্রাক সকলকে ধাক্কা মেরে ও পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনস্থলেই মৃত্যু হয় নাসিব, মনীশ ও প্রদীপের। বলবিন্দরকে নিয়ে যাওয়া হয় বেসরকারি হাসপাতালে, কিন্তু প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। বলদেব নগর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি ঃ নিজস্ব

জাতীয় শোক দিবস: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি সমবেদনা জানালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

মনির হোসেন,ঢাকা,১৪ আগষ্ট।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মৃত্যুবার্ষিকীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক বার্তায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এ সমবেদনা জানান। শনিবার (১৪ আগস্ট) পাকিস্তান হাইকমিশন জানায়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মৃত্যুবার্ষিকীতে তার (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপদগামী সদস্য ধানমন্ডির বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল। পৃথিবীর এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নীপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ, মেয়ে বেবি ও সুকান্ত বাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর গোটা বিশ্বে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নোবেল জয়ী পশ্চিম জার্মানির নেতা উইলি ব্রানডিট বলেন, মুজিবকে হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যে বাঙালি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যে কোন জঘন্য কাজ করতে পারে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিদের 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন,বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেদের আত্মঘাতী চরিত্রই তুলে ধরেছে। দ্য টাইমস অব লন্ডন এর ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় 'সবকিছু সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে সব সময় স্মরণ করা হবে। কারণ, তাকে ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। একই দিন লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের লাখ লাখ লোক শেখ মুজিবের জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করবে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

পরাগরেণুর অদ্ভুত নাচ আর আইনস্টাইনের জাদু

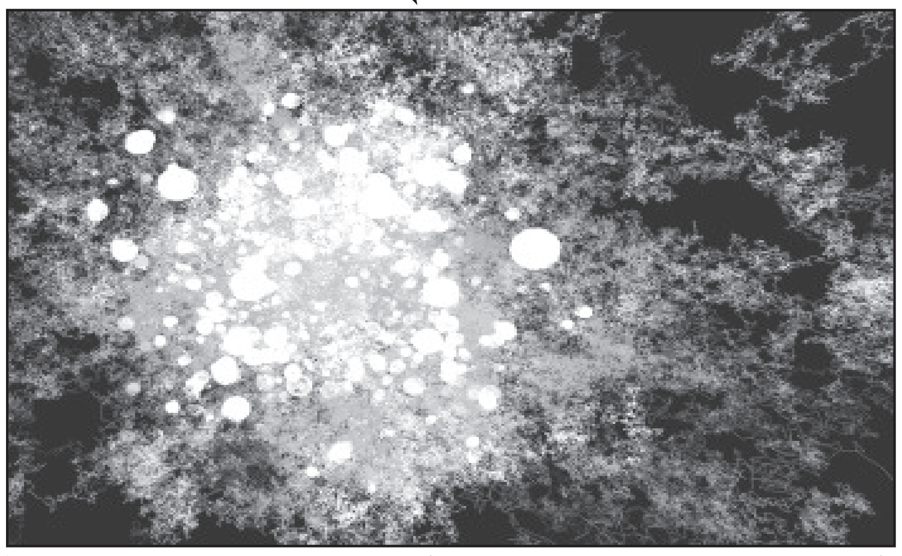

উনিশ শতকের প্রথম দিকেও অস্ট্রেলিয়ার অনেক অঞ্চলই অনাবিষ্কৃত ছিল সভ্য জগতের কাছে। এ ভূখণ্ডের উপকূলীয় এলাকার কিছু অংশের মানচিত্র অবশ্য তত দিনে ইউরোপের কিছু দেশ তৈরি করে ফেলেছিল। এতে বিশেষ করে এগিয়ে ছিল ডাচরা। তারা মহাদেশটির নাম দিয়েছিল নিউ হল্যান্ড। আসলে মাতৃভূমি নেদারল্যান্ডসকে আদর করে হল্যান্ড বলে ডাকত ডাচরা।

সে যুগে ভারতবর্ষ থেকে আফ্রিকা, আমেরিকা পর্যন্ত পুরো বিশ্বেই দখলদারি কায়েমে প্রতিযোগিতা চলত স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি আর ইংরেজদের মধ্যে। নতুন ভূখণ্ডের খবর পেয়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেখানে জুটেছিল ব্রিটিশরাও। এ ভূখণ্ডের সম্পদ লুটতে সেখানে প্রায়ই খুনে ডাকাতদের পাঠাত ব্রিটেন। সৌভাগ্য যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যও মাঝেমধ্যে কিছু অভিযান চালানো হতো। তেমনই এক অভিযান শুরু হয়েছিল ১৮০১ সালের ১৮ জুলাই। সেদিন ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়াগামী ইনভেস্টিগেটর নামের এক পালতোলা জাহাজে চেপে বসেছিলেন স্কটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন। এ অভিযানের মূল লক্ষ্যঅস্ট্রেলিয়া একটা দ্বীপ, নাকি অনেক দ্বীপের সমষ্টি, তা অনুসন্ধান। কারণ, এ বিষয়টি সেকালে কারও জানা ছিল না। দ্বিতীয় লক্ষ্য দ্বীপটির জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা। গাছপালা নিয়ে গবেষণার জন্যই ২৮ বছর বয়সী ব্রাউনকে বেছে নেওয়া।

টানা ছয় মাস উদ্দাম সাগরে ভেসে ভেসে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশে পৌঁছাল ইনভেস্টিগেটর। অভিযানের অংশ হিসেবে জাহাজটি সে যুগে গোলকধাঁধা নামে পরিচিত দুর্গম গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অতিক্রম করে গিয়েছিল। সেবারই ইতিহাসে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া ভূখণ্ডের চারপাশের সাগরে পুরো একবার চক্কর খেল কোনো জাহাজ। তাতে একক একটি দ্বীপ হিসেবে আবিষ্কৃত হলো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।

ওই অভিযানে দুই হাজারের বেশি নতুন প্রজাতির গাছপালা আবিষ্কার করেন রবার্ট ব্রাউন। এসব গাছের কথা আগে অজানা ছিল। প্রায় সাড়ে তিন বছরের অভিযান শেষে লন্ডনে ফিরে এসব প্রজাতির কথা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন তিনি। তাতে উদ্ভিদবিদ হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন রবার্ট ব্রাউন। তিনি মাইক্রোস্কপিতে দক্ষ ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার নতুন উদ্ভিদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রকাশ করতে গিয়ে নতুন এক চিন্তা এসেছিল তাঁর। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ফুলের পরাগরেণুর আণুবীক্ষণিক গবেষণাপদ্ধতিটি উদ্ভিদ শ্রেণিবিভাগ করার কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ভাবনা থেকেই ১৮২৭ সালে তিনি পানির মধ্যে কিছু পরাগরেণু নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করতে বসে গেলেন। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা ব্যাপার খেয়াল করলেন তিনি। পানিতে ভাসমান পরাগরেণুগুলোকে কেমন যেন এলোমেলো চলাফেরা করতে দেখলেন ব্রাউন। মনে হলো, পানিতে বিক্ষিপ্তভাবে নেচে বেড়াচ্ছে পরাগরেণুগুলো। প্রথমে ভেবেছিলেন, পরাগরেণু যেহেতু উদ্ভিদ থেকে আসে, তাই এর ভেতরে জীবনের ছোট্ট একটি কণা লুকিয়ে থাকে। জীবন্ত বলেই পরাগরেণু এমন আচরণ করছে বলে মনে হলো তাঁর। কিন্তু এ ধারণা বেশি দিন ধোপে টিকল না। কারণ, অতিক্ষুদ্র কিছু মৃত কণা দিয়েও ব্রাউন একই পরীক্ষা চালালেন। সেবারও একই ফল। তাহলে এর ব্যাখ্যা কী? অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। কিন্তু এই অদ্ভুত নাচের কোনো রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলেন না তিনি। অন্য বিজ্ঞানীদেরও পরাগরেণুর এই অদ্ভুত আচরণ ধাঁধায় ফেলল। শেষে পরাগরেণুর এই রহস্যের সঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গেল ব্রাউনের নাম। পরাগরেণুর এই চলনের নাম হয়ে গেল ব্রাউনিয়ান মোশন বা চলন। তারপর টানা ১০০ বছর বিশাল এক প্রশ্নবোধক হয়েই রইল পরাগরেণুর এই নাচানাচি।

আরও অনেক দিন ওটা প্রশ্নবোধক হয়েই ঝুলবে বলে ধরে নিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। তবে ১৯০৫ সালে এক অনাকাঙ্ক্ষিত মোড় নিল রহস্যটি। ওই বছর যেন জাদুর কাঠি হাতে নিয়ে মঞ্চে উঠলেন পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর অদৃশ্য সেই কাঠির ছোঁয়ায় একে একে বেশ কিছু রহস্য দূর করে দিলেন তিনি। সে জন্যই ওই বছরটিকে বলা হয় আইনস্টাইনের মিরাকল ইয়ার বা বিস্ময় বর্ষ (লাতিনে অ্যানাস মিরাবিলিস)। সে বছর তিনি পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত এক জার্নালে। সেগুলো বিজ্ঞানের প্রচলিত কিছু ধারণা পাল্টে দিয়েছিল। এসব গবেষণাপত্রের একটি ছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তি, তিনটি ছিল আপেক্ষিকতা নামের সম্পূর্ণ নতুন এক ধারণার অবতারণা এবং সর্বশেষটি ছিল ব্রাউনিয়ান চলনের ব্যাখ্যা।

বলে রাখা ভালো, উনিশ শতকের শুরুতে পরমাণু তত্ত্ব দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রসায়নবিদ জন ডালটন। ১৮০৮ সালে তাঁর লেখা আ নিউ সিস্টেম অব কেমিক্যাল ফিলোসফি বইয়ে এ ধারণা তুলে ধরেছিলেন তিনি। ডালটন বলেছিলেন, প্রতিটি বস্তুই পরমাণু নামের অতিক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত। অবশ্য এ কথাটি ডালটনের প্রায় দুই হাজার বছর আগেই বলেছিলেন লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস নামের দুই গ্রিক পণ্ডিত। তবে পার্থক্য হচ্ছে লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস শুধু মতামতই ব্যক্ত করেছিলেন, কোনো প্রমাণ দেননি। অন্যদিকে ডালটন এ-সংক্রান্ত কিছু রাসায়নিক প্রমাণ হাজির করেছিলেন। কিন্তু তারপরও প্রায় ১০০ বছর পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে এ ধারণায় অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। সেকালে ব্যাখ্যার কিছু সুবিধার জন্য পরমাণুর অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হতো। কারণ, তখন পর্যন্ত কোনো পর্যবেক্ষণেই পরমাণুর সরাসরি প্রমাণ মেলেনি। তবে আইনস্টাইন অনুমান করলেন, পানির অণুর এলোমেলো গতির কারণেই সম্ভবত পরাগরেণুর এ রকম এলোমেলো চলন দেখা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পরাগরেণু খুবই ছোট। তাই পানির অণুগুলো পরাগরেণুকে বারবার ধাক্কা দেয়। ফলে পরাগরেণুতে এ ধরনের এলোমেলো গতির সঞ্চার হয়। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, যখন কণার আকার খুব ছোট, তখন চারপাশ থেকে পানির অণু দ্বারা অসম ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা বেশি। অসম ধাক্কা খেলে ইতস্তত অণু এদিক-সেদিক ছুটবে। কিন্তু কণার আকার যত বড় হবে, চারপাশ থেকে ধাক্কাও হবে তত সুষম। একদিকের ধাক্কা প্রতিহত করবে অন্যদিকের ধাক্কা। ফলে পরাগরেণু আর ইতস্তত ছুটে বেড়াবে না। পানির অণুর অস্তিত্ব যদি না থাকত, তাহলে ক্ষুদ্র পরাগরেণু এমন পাগল-নাচ নাচতে পারত না। এভাবেই পরাগরেণুর গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন পরোক্ষভাবে অণুর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন।

আইনস্টাইন শুধু কথাটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি গাণিতিকভাবেও বিষয়টির প্রমাণ দিলেন। কণার আকার, অণুর আকার, নির্দিষ্ট সময়ে কণাটিকে কত দূরত্বে সরানো যাবেএসব বিষয় আইনস্টাইন একটি গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করলেন। এখন পানির অণুর আকার ছাড়া ওই সূত্রটির অন্য সব রাশি নির্ণয় করা গেলে পানির অণুর আকারও নির্ণয় করা সম্ভব। ১৯০৮ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী জঁ ব্যাপটিস্ট পেরি এ সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি পানির পাত্রে রাম রেজিন নামের ছোট্ট আকারের কিছু বস্তুকণা রাখলেন। অভিকর্ষ ওই কণাকে নিচের দিকে টানতে লাগল। কিন্তু ব্রাউনিয়ান গতি কণাকে ওপরের দিকে ঠেলছিল। আইনস্টাইনের সূত্রমতে, পানির মধ্যে নিচ থেকে ওপরের দিকে পানিকণার সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকার কথা। পেরি বিভিন্ন উচ্চতায় কণার সংখ্যা গুনে দেখলেন। এরপর তিনি আইনস্টাইনের সেই গাণিতিক সূত্রের শুধু পানির অণুর আকার ছাড়া সব রাশি নির্ণয় করলেন। তাতেই তিনি পানির অণুর আকার নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। সেবারই প্রথমবার পানির অণুর আকার ও এর পরমাণুর আকার নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, একটি পরমাণুর আকার ১ সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগ। অর্থাত১০ কোটি পরমাণুকে পরপর সাজানো হলে তার দৈর্ঘ্য হবে ১ সেন্টিমিটার। আরও জানা গেল, ১ লিটার পানিতে ৩.৩৪৪ শ্র ১০২৫ টি অণু থাকে। আবার ১ ফোঁটা পানিতে অণুর সংখ্যা ১.৬৭ শ্র ১০২১ টি আর পরমাণুর সংখ্যা ৫.০১ শ্র ১০২১ টি। এত কাণ্ডকারখানায় বোঝা গেল, প্রায় ১০০ বছর আগে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন পরাগরেণুর যে এলোমেলো নাচানাচি দেখেছিলেন, সেটি আসলে সত্যিকারভাবেই পরমাণুর প্রভাবের ফল। ব্রাউনিয়ান চলন নিয়ে আইনস্টাইনের এই পারমাণবিক ব্যাখ্যাই প্রথম পরমাণুর গতিশক্তি তত্ত্বের সরাসরি কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রভাব। এর মাধ্যমেই পরমাণুর অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। এরপর থেকে পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও আর সন্দেহ রইল না। তারপরের প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের হাত ধরে পরমাণুর আরও গভীরে ঢুকে সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্কারের এই ধারাবাহিকতার শুরু হয়েছিল ইনভেস্টিগেটর নামের সেই জাহাজে রবার্ট ব্রাউনের অস্ট্রেলিয়া অভিযানের মধ্য দিয়ে।

মহাকাশে মানুষের চোখ

রাতের আকাশে তারাদের আমরা কখনো মিটমিট করে জ্বলতে দেখি। কখনো উজ্জ্বলতা বাড়ছে, কখনো কমছে। সেটাকেই মনে হয় নিবুনিবু এক আলোকবিন্দু। এর কারণ কিন্তু তারার কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। হাজার কোটি মাইল পেরিয়ে তারা থেকে আলো পৃথিবীতে এসে আমাদের চোখে ধরা দেয়। সমস্যা বাধে একেবারে শেষ কয়েক মাইলে, মানে আমাদের বায়ুমণ্ডল পার হতে। বায়ুমণ্ডলে আলো বিচ্ছুরিত হয়, আবার কোথাও ঠান্ডা, কোথাও গরম বাতাসে আলো প্রতিসরিত হয়ে একদম অন্য পথে চলে যায়। এসবের চেয়েও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আলোক তরঙ্গের বিশাল একটা অংশ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যাওয়াটা। ফলে জ্বলজ্বলে তারা আমাদের কবিত্বকে খানিকটা বাড়িয়ে দিলেও সমস্যায় পড়েন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। কোটি কোটি আলোকবর্ষ পেরিয়ে আসা একটা তথ্য শেষ মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁদের বেশ দুঃখই করতে হতো। পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত বিশালকায় টেলিস্কোপগুলোতে মহাকাশের তথ্য যতটুকু পাওয়া সম্ভব হতো, বায়ুমণ্ডল বাগড়া না দিলে ঠিক ততটুকু আর পাওয়া যেত না। বিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটা পর্যন্ত এই ব্যাপারটা চলছিল।

১৯২৩ সালে হারমান ওবার্থ, রবার্ট এইচ গডার্ড ও কনস্ট্যানটিন সিওকভস্কি একটা ধারণা দেন, কেমন করে রকেটে চড়িয়ে একটা টেলিস্কোপকে পৃথিবীর উপগ্রহের মতো একটা কক্ষপথে স্থাপন করা যেতে পারে। তারপর সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে বায়ুমণ্ডলের বাধাবিহীন উন্নত রেজল্যুশনের মহাজাগতিক তথ্য। সেই ধারণা কাজে লাগিয়ে অনেক সংস্থাই কক্ষপথে নানা সময়ে টেলিস্কোপ স্থাপন করেছে। কিন্তু যান্ত্রিক উতর্ষ আর সক্ষমতার বিচারে সবগুলোই পিছিয়ে পড়েছে নাসা-ইসা এবং আরও কিছু সংস্থার যৌথভাবে নির্মিত চার গ্রেট অবজারভেটরির কাছে। আমরা যেমন নানা রঙের আলো দেখি, যন্ত্রও তেমনটাই দেখে। গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, দৃশ্যমান আলো ও অবলাল রশ্মি-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিচারে আলোকে মোটামুটি এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। তাই গ্রেট অবজারভেটরিও তৈরি করা হয়েছে চারটি। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এরা দূর আকাশের দিকে চাতক পাখির দৃষ্টির মতো টেলিস্কোপ বাগিয়ে বসে থাকে। সৌরজগতের গ্রহগুলো কিংবা দূরের গ্যালাক্সি থেকে আসা যেকোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর বয়ে আনা গল্পগুলো চার অবজারভেটরি মিলেমিশে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় উপাত্ত হিসেবে। সেগুলো গ্রাউন্ড স্টেশনে বসে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জেনে নেন তারার জন্ম, আকার, তাপমাত্রা, গ্যালাক্সির আকৃতিসহ নানা তথ্য। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পরিচিত স্পেস টেলিস্কোপ এটি। এর জনপ্রিয়তার কারণ, এটি ছবি তোলে দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। মানে, আমরা খালি চোখে দেখলে একটা গ্রহ বা নক্ষত্রকে যেমন দেখতে পেতাম, হাবল একটি ছবি প্রায় সেভাবেই তোলে। এই বিশাল মহাবিশ্বের সৌন্দর্য সরাসরি আমাদের সামনে তুলে ধরে জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবলের নামে নামকরণ করা এই টেলিস্কোপ। এর ২.৪ মিটার প্রতিফলক টেলিস্কোপের চারটি মূল যন্ত্র গ্রহণ করে অতিবেগুনির কাছাকাছি , দৃশ্যমান ও অবলোহিত আলোর নিকটবর্তী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি।

এই প্রজেক্টের বাজেট হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে। আর হাবলকে মহাকাশে পাঠানোর কথা ছিল ১৯৮৪ সালে। কিন্তু যন্ত্রাংশ তৈরিতে বারবার দেরি এবং পর্যাপ্ত বাজেটের অভাবে সময়মতো উড্ডয়ন সম্ভব হয়নি। মাঝখানে ১৯৮৬ সালে চ্যালেঞ্জার শাটল উড্ডয়নের সময় এক দুর্ঘটনায় সেটি ধ্বংস হয়ে সব ক্রু মারা যাওয়ায় নাসার সব কাজেই দেরি হয়ে যায় কিছুটা। বাজেট সমস্যার কারণে একসময় নাসার সঙ্গে যোগ দেয় ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। সবকিছু তৈরি করে ডিসকভারি স্পেস শাটলের সঙ্গে জুড়ে হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে কক্ষপথে স্থাপন করা হয় ১৯৯০ সালে।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি দূর আকাশের নানান তারা, গ্যালাক্সি, কোয়াসার ইত্যাদির ঝলমলে সব ছবি। একেবারে শুরুতেই কিন্তু একটা সমস্যা দেখা গিয়েছিল। একদম শুরুর ছবিগুলোর মান পাওয়া গেল বেশ খারাপ। অন্তত একটা ২.৪ মিটার ব্যাসের রিচি-ক্রেটিয়া টেলিস্কোপের যেমন ছবি দেওয়ার কথা, তেমন ছবি মিলছিল না। বিন্দু উৎসে ফোকাস করতে সমস্যা পোহাতে হচ্ছিল এই টেলিস্কোপের। তাই ১৩.২ মিটার দৈর্ঘ্য আর ৪.২ মিটার প্রস্থের বিশাল এই ঘূর্ণমান অবজারভেটরিকে ডাকা হতে লাগল সাদা হাতি বলে।

কিন্তু সবার মুখে চুনকালি। এটি ইতিহাসের একমাত্র স্পেস টেলিস্কোপ, যেটি কক্ষপথে অবস্থানকালেই মেরামত করা যায়, এমনকি এর যন্ত্রও বদলানো যায়। প্রথমে ১৯৯৩ সালে এন্ডেভার স্পেস শাটলের সাহায্যে হাবল টেলিস্কোপে মেরামত করেন জ্যোতির্বিদেরা। সে সময় অপটিক্যাল সমস্যার সমাধানে হাই স্পিড ফটোমিটার (যেটির কাজ ছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল উজ্জ্বলতা আর পোলারিটির নানা বস্তুর ছবি তোলা) খুলে ফেলে লাগানো হয় কোস্টার নামের একটা যন্ত্র। এতে ফোকাসের সমস্যা মিটে যায়, বিন্দু উৎসের ছবিতে আলো আর ততখানি ছড়িয়ে পড়ে না। উড্ডয়নের সময়কার যন্ত্রের মধ্যে শুধু ফাইন গাইডেন্স সেন্সরই চলছে এখন পর্যন্ত। বাকি পাঁচটি মূল যন্ত্রের সব কটিই সময়ে সময়ে বদলানো হয়েছে আরও শক্তিশালী, আরও উন্নত যন্ত্র দিয়ে। মোট পাঁচটি মেরামত মিশনে এক দফা কিংবা দুই দফা বদল হয়েছে টেলিস্কোপের নানা অংশের। হাবল স্পেস টেলিস্কোপে খুবই প্রসারিত এলাকার ছবি নিতে আছে ওয়াইড ফিল্ড ক্যামেরা ৩। এর আগে ওয়াইড ফিল্ড অ্যান্ড প্ল্যানেটারি ক্যামেরা ১ ও ২ ছিল এই টেলিস্কোপে। এর মাধ্যমেই দৃশ্যমান রেঞ্জের গ্যালাক্সি কিংবা নেবুলার চমকপ্রদ ছবিগুলো আমরা পেয়ে থাকি।

২০০২ সালে স্থাপন করা হয় অ্যাডভান্সড ক্যামেরা ফর সার্ভে। এটি সূক্ষ্মতার কারণে অন্য সব যন্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে বলেই মানেন সবাই। নিকটবর্তী গ্রহ থেকে আকাশের সবচেয়ে দূরের কোয়াসার, সবকিছুর ছবি তুলতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে একে। হাবল টেলিস্কোপে থাকা কসমিক অরিজিনস স্পেকট্রোগ্রাফের লক্ষ্য হলো গ্যালাক্সির উতত্তি আর বিবর্তনের উপাত্ত সংগ্রহ করা। নাক্ষত্রিক আর গ্রহমণ্ডল পর্যবেক্ষণসহ এর আরেকটি কাজ হলো ঠান্ডা মহাশূন্যকে পর্যবেক্ষণ করা। শুধু অতিবেগুনি রশ্মি নিয়ে কাজ করে এটি।

স্পেস টেলিস্কোপ ইমেজিং স্পেকট্রোগ্রাফ হলো একটি বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র, যার ক্যামেরা মোডও আছে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপে ১৯৯৭ সালের দ্বিতীয় মেরামত মিশনে হাই রেজল্যুশন স্পেকট্রোগ্রাফ বদলে এটিকে বসানো হয়। এটিই প্রথম অন্য একটি সৌরজগতের একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে। মাঝখানে শক্তি (পাওয়ার) সরবরাহে সমস্যার কারণে এটি অবশ্য ২০০৪ সাল থেকে কাজ করেনি। ২০০৯ সালে পঞ্চম মেরামত মিশনে সেই সমস্যা দূর করা হয়।

নিয়ার ইনফ্রারেড ক্যামেরা ও মাল্টি-অবজেক্ট স্পেকট্রোমিটার স্থাপন করা হয় ১৯৯৭ সালে। এর কাজ ছিল মূলত অবলোহিত তরঙ্গে ছবি তোলা। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এটি ব্যবহৃত হয়েছে। ২০০৯ সালে ওয়াইড ফিল্ড ক্যামেরা ৩ স্থাপন করার পর এর কাজটিও নতুন ক্যামেরাটিই করে আসছে।

দৃশ্যমান এবং এর কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোয় মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফল স্পেস টেলিস্কোপ বলা যায় এই হাবল স্পেস টেলিস্কোপকেই। বারবার যন্ত্র বদল আর মেরামতে এটি আর নব্বইয়ের দশকের টেলিস্কোপ নেই, আধুনিক একটি টেলিস্কোপেই রূপ নিয়েছে। মহাবিশ্বের প্রসারমানতার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এডউইন হাবল। তাঁর নামের টেলিস্কোপটি এই প্রসারণের হার সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে সাহায্য করেছে। দৈনিক প্রায় ১৫ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা এই টেলিস্কোপ ২০৩০-৪০ সাল পর্যন্ত আরও কত চমকপ্রদ তথ্য আর ছবি আমাদের উপহার দিয়ে যাবে কে জানে! সাধারণত আমরা আলো হিসেবে দেখতে পারি বিদ্যুতুম্বকীয় তরঙ্গের খুব ছোট্ট একটা অঞ্চল। সেটুকুকে আমরা বলে থাকি দৃশ্যমান আলো। কিন্তু মহাবিশ্বজুড়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে দৃশ্যমান আলোর চেয়ে কম কিংবা বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো। ১৯৯১ সালে নিম্ন ভূ-কক্ষপথে স্থাপন করা হয় কম্পটন গামা রে অবজারভেটরি। এর কাজ ছিল উচ্চশক্তিসম্পন্ন আলোক বিকিরণ, অর্থাৎ ২০ কিলোইলেকট্রনভোল্ট থেকে ৩০ গিগাইলেকট্রনভোল্ট শক্তির বিদ্যুতুম্বকীয় তরঙ্গ শনাক্ত করা। মূল চারটি টেলিস্কোপে তৈরি এই অবজারভেটরি কক্ষপথে ছিল ২০০০ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যেই পুরো আকাশের উচ্চশক্তি ফোটন উৎসের জরিপ করেছিল এটা। চার বছর সময় নিয়ে এটি ২৭১টি গামা উত মহাকাশে শনাক্ত করেছিল, যার মধ্যে ১৭০টির কথাই মানুষের আগে জানা ছিল না!

৬১৭ মিলিয়ন ডলার বাজেটের এই অবজারভেটরি তৈরি করেছিল টিআরডব্লিউ ইনকরপোরেটেড। এটি তৈরিতেও সাহায্য করে। সঙ্গে ছিল কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউএস নেভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি।

গামা রে শনাক্ত করা যায় শুধু পদার্থের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। ডিটেক্টর যত বড় হবে, শনাক্তকরণের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। তাই যন্ত্রগুলোর প্রতিটি ছিল বেশ বড়, প্রায় ছয় টন ভরের। এর একটি যন্ত্র বার্স অ্যান্ড ট্রানজিয়েন্ট সোর্স এক্সপেরিমেন্ট নিম্নশক্তির গামা বিস্ফোরণ খুঁজে বেড়াত। সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী গামা উত শনাক্ত করাও ছিল এর কাজ। স্পেসক্রাফটের আট কোণে আটটি একই রকমের ডিটেক্টর দিয়ে আকাশের সব দিকে একই সঙ্গে জরিপ করত এই টেলিস্কোপ। নয় বছরের মিশনে টেলিস্কোপটি গড়ে দৈনিক প্রায় একটি করে মোট ২৭০০ বিস্ফোরণ শনাক্ত করেছিল। এই বিস্ফোরণগুলো ছিল দূরের গ্যালাক্সির। মিল্কিওয়ের বিস্ফোরণ হলে তা ধরা পড়ত অতি শক্তিশালী তরঙ্গ হিসেবে।

নেভাল গবেষণাগারের তৈরি ওরিয়েন্টেড সিন্টিলেশন স্পেকটোমিটার এক্সপেরিমেন্টের কাজ ছিল চারটি ডিটেক্টর দিয়ে ০.০৫ থেকে ১০ গবঠ শক্তির ফোটন শনাক্ত করা। এটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রতিপদার্থ মেঘ শনাক্ত করেছিল। এ ছাড়া এই অবজারভেটরিতে ছিল ইমেজিং কম্পটন টেলিস্কোপ ও শক্তিশালী গামা রে এক্সপেরিমেন্ট টেলিস্কোপ। উচ্চশক্তির ফোটন উত শনাক্ত করা ছিল এর কাজ। আর কম্পটেলের উল্লেখ করার মতো কাজ হলো সমগ্র আকাশের ২৬ ভরবিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়াম আইসোটোপের জরিপ।

সুব্রামানিয়ান চন্দ্রশেখরের নামে নাম রাখা এই অবজারভেটরির কাজ হলো উচ্চশক্তির এক্স-রের উত পর্যবেক্ষণ করা। বিশেষ করে তারার অন্তিমকালের সুপারনোভা বিস্ফোরণের অবশিষ্টাংশ উত্তপ্ত গ্যাসের এক্স-রশ্মি উত। ১৯৯৯ সালে উচ্চ ভূ-কক্ষপথে স্থাপনেরও আগে একসময় এর নাম ছিল অ্যাডভান্সড এক্স-রে অ্যাস্ট্রোফিজিকস ফ্যাসিলিটি। তখন এটিকে কক্ষপথে রাখার পরিকল্পনা ছিল পাঁচ বছর। কিন্তু এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বারবার মেয়াদ বাড়িয়ে এখনো মিশনটি চলছে। পৃথিবীকে উপবৃত্তাকার পথে প্রায় ৬৪ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে এই অবজারভেটরি। চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি আমাদের আকাশগঙ্গা ও নিকটতম অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথের কেন্দ্রে এক্স-রে উেসর সন্ধান পেয়েছে। এর মধ্যে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রে অতি উচ্চ ভরবিশিষ্ট ব্ল্যাকহোলের এক্স-রে বিকিরণ উেসর কথা এর আগে জানা ছিল না মানুষের। এই অবজারভেটরির গৃহীত তথ্য থেকে একটি নিউট্রন তারা আবিষ্কার করেছিল হাইস্কুল শিক্ষার্থীরা।

) আর হাই রেজল্যুশন ক্যামেরা নিয়ে তৈরি এই অবজারভেটরি শুধু যে বর্ণালিগত তথ্য দেয় তা নয়, এক্স-রে উেসর ছবিও তোলে। এসিআইএসের কাজ ০.২ থেকে ১০ শবঠ শক্তির এক্স-রের বর্ণালিবীক্ষণ তৈরি।

বিদেশি ফল স্টার আপেল

স্টার আপেল গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল। এটি মূলত সফেদা গোত্রের একটি সুস্বাদু ফল। দুর্লভ গাছসমূহের মধ্যে একটি হল স্টার আপেল। এর কয়েকটি গাছ রয়েছে কৃষি অনুষদের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সামনে। গাছগুলো বেশ বড়। সবুজ আপেলের মতো ফল ধরে। ফলগুলো পাকলে হাল্কা বেগুনী রং ধারণ করে। ফলের ভেতরে মাঝে সাদা এবং চারপাশে উজ্জ্বল বেগুনী রং বিদ্যমান। ফলের ভেতরে চারটি বিচি থাকে, দেখতে গাবের বিচির মতো, তবে আকারে অনেক ছোট। ফলটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং খেতে বেশ সুস্বাদু। ফলের স্বাদ সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কখনো গাব কিংবা সফেদার স্বাদের মতো মনে হয়। স্পেনে এটাকে কাইমিটা বা এস্টেরেলা, ওয়েস্ট ইন্ডিজে পোম সুরেট, বারবাডোজে স্টার পাম, কলম্বিয়াতে কাইমো, আর্জেন্টিনাতে আগুয়ে বা অলিভোয়া, চিন বা সিঙ্গাপুরে এটাকে চিকল ডুরিয়ান বলা হয়। তবে এর ভেতরের বীজগুলো ও পাল্প স্টারের মতো থাকায় সাধারণভাবে এটাকে স্টার আপেল বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে স্টার আপেল সেন্ট্রাল আমেরিকার ফল বলা হলেও এ নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে এর উৎপত্তি মেক্সিকো ও পানামা অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গুয়াতেমালা, উত্তর আর্জেন্টিনা, পেরু, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, বারমুদা, হাইতি, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে স্টার আপেল চাষ হয়।

স্টার আপেল গাছ বৃহৎ আকারের শোভাময়ী বৃক্ষ। উচ্চতা সাধারণত ৮-৩০ মিটার, বাদামি রোমশ এবং শাখা কাটলে সাদা কষ বের হয়। পাতা দোরঙা। অর্থাৎ ওপরের পিঠ গাঢ় সবুজ ও নিচের পিঠ মেরুন বাদামি। পাতা কিছুটা ডিম্বকার, বর্শার ফলার মতো। এই গাঢ় সবুজ চর্মবৎ পাতার নিচের দিক খয়েরি রংয়ের সূক্ষ্ম রোমযুক্ত। পাতা ৫-১০ সেমি, লম্বা ও ৪-১০ সেমি. চওড়া হয়ে থাকে। পত্র কক্ষে ছোট গুচ্ছে সবুজাভ হলুদ বর্ণের ফুল উৎপন্ন হয় যাতে পাঁচটি দল থাকে।

ফল গোলাকার কখনো সামান্য লম্বাটে, ৫-১০ সেমি. লম্বা এবং ৫-১০ সেমি. ব্যাসযুক্ত সবুজ থেকে বেগুনী বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের ভেতরে নরম জিলেটিনযুক্ত সাদা মিষ্টি স্বাদযুক্ত পরস্পর সংযুক্ত ৬-১১টি কোষ থাকে - যা কেন্দ্রীয় অক্ষের চতুর্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। আড়াআড়ি কাটলে এটা স্টার বা তারার মতো দেখায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টার আপেল বীজ থেকে উৎপন্ন চারা ব্যবহার করা হয়। এর বীজে বেশ কয়েক মাস অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা থাকে এবং রোপণের পর দ্রুত (৭-১০ দিন) চারা গজায়। গুটি কলমে ৪-৭ মাসে শিকড় আসে। একই জাতের গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত চারার ওপর বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে ও বংশবিস্তার করা যায়। বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের চারা লাগানোর ১-২ বছর পরই গাছে ফল ধরতে শুরু করে অপরদিকে চারা থেকে রোপিত গাছ ৫ থেকে ১০ বছর পর ফল ধরে। স্টার আপেলের বীজ ও খোসা বাদে ভেতরের মাংসল অংশ খাওয়া যায়। পাকা ফলের মাঝ বরাবর ছুরি দিয়ে কেটে চামচ দিয়ে ভেতরের অংশ তুলে খেতে এটা খুবই সুস্বাদু। এর নরম শাঁস থেকে বীজ আলাদা করে ডেজার্ট হিসেবে ও সালাদের সঙ্গে খাওয়া যায়। জ্যামাইকাতে এটাকে বিবাহ উৎসবে খাওয়া হয়। অনেক সময় স্ট্রবেরি ও ক্রিম সহযোগেও স্টার আপেল খাওয়া হয়।

কংগ্রেসের উদ্যোগে শহিদদের স্মরণ করা হয় পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে অস্থায়ী শহিদ বেদি বানিয়ে। ছবি ঃ নিজস্ব

করিমগঞ্জে ছয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মরণোত্তর সম্মান জেলা ও শহর ব্লক কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : অসম প্রদেশ নেতৃত্বের নির্দেশে ৭৫-তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জেলার ছয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মরণোত্তর সম্মান জানাল করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস ও শহর ব্লক কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শনিবার সকালে সিপাহি বিদ্রোহের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মালেগর স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মবলিদান প্রদত্ত ভারতমাতার বীর শহিদ সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়ের পৌরোহিত্যে সেখানে শহিদ বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে জেলা কংগ্রেসের নেতাগণ নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন। এর পর স্বাধীনতা সংগ্রামের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জেলার তিন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মরণোত্তর সম্মান প্রদান করা হয় জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত সুবোধ রঞ্জন মজুমদার, প্রয়াত গোপেশ চক্রবর্তী এবং প্রয়াত আব্দুস সালাম চৌধুরী, এই তিন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মরণোত্তর সম্মান প্রদান করেছে জেলা কংগ্রেস। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পুত্র যথাক্রমে উত্তম মজুমদার, গৌতম চক্রবর্তী এবং সালেহ আহমদ চৌধুরী স্মারক সম্মান গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক সঞ্জীব রায়, জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, উপ-সভাপতি উত্তম মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, মুখপাত্র শুভঙ্কর দাস, প্রদীপ কুরি, ফয়েজ আহমদ, অসীম দেব, দেবব্রত ভট্টাচার্য, জাকারিয়া আহমেদ, নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ, অসিত নাগ প্রমুখ। অন্যদিকে শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও তিন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত রথীন্দ্রনাথ সেন, প্রয়াত বৃন্দাবনচন্দ্র বণিক এবং প্রয়াত জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের পরিবারকে সম্মান জানানো হয়েছে। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী রথীন্দ্রনাথ সেনের পুত্র বাসবজ্যোতি সেন, প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী পুষ্পরানি ভট্টাচার্য এবং প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী বৃন্দাবনচন্দ্র বণিকের সহধর্মিণী সুশীলা বণিককে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তাঁদের হাতে স্মারক সম্মাননাও তুলে দেওয়া হয়। শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের পরিবারের হাতে সম্মান স্মারক তুলে দেন। শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গৌরাঙ্গ দে, মহীতোষ পুরকায়স্থ, দিলীপ বণিক, কাবুল পাল, রাজা দত্ত বণিক, নিতাই রায়, গোপাল রায় প্রমুখ।

আশ্বস্ত করছি হিংসা, অস্থিরতা রোধ করার চেষ্টা করব : আশরাফ ঘানি

কাবুল, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তানে তালিবানদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে।একের পর এক প্রাদেশিক রাজধানীতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করছে তালিবানরা। এমতাবস্থায় আফগানিস্তানের নাগরিকদের আশ্বস্ত করে প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি জানালেন, 'দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নাগরিকদের আশ্বস্ত করছি হিংসা, অস্থিরতা রোধ করার চেষ্টা করব।' শনিবার আফগান নাগরিকদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আফগানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের অনুমতি দেব না আমি, বিগত ২০ বছরে যা অর্জিত হয়েছে তার ক্ষতি হতে দেব না, জনগণের সম্পত্তি নষ্ট হতে দেব না। দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নাগরিকদের আশ্বস্ত করছি হিংসা, অস্থিরতা ও নাগরিকদের আশ্রয়চ্যুত হওয়া রোধ করার চেষ্টা করব।' প্রেসিডেন্ট আরও জানান, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আফগান নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মৃত্যু কমে গেল কিছুটা, পাকিস্তানে মোট করোনা-সংক্রমণ ১.০৯-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ১৪ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৯৩৪ জন। কিছুটা কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা, শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। ৭৩ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪,৩৩৯ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৯৪,৬৯৯ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৫৪ জন। শনিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৭৮৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৯৪,৬৯৯। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৬,৬০৬। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৮.০৯ শতাংশে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যু, সুস্থতাও বাড়ছে রাশিয়ায়

মস্কো, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আগের দিন ছিল ৮১৫, পরবর্তী দিন রাশিয়ায় মৃত্যু হল করোনা-আক্রান্ত ৮১৯ জন রোগীর। মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ রাশিয়ায় এই প্রথম এই সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হল করোনা-আক্রান্ত হয়ে। বিগত ২৪ ঘন্টায় রাশিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৮১৯ জনের, এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ১৬৯,৬৮৩ জন।

মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২,১৪৪ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,৫৭৯,২১২। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫,৮৬৭,৮৯০ জন।

বীরত্বের সম্মান, ১৩৮০ পুলিশ অফিসারের ঝুলিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শ্রেষ্ঠত্ব পদক

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল ১৫ আগস্ট দেশের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ১৩৮০ জন পুলিশকর্মীকে পদক প্রদান করা হয়েছে বলে শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে। মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, বীরত্ব, মেধা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে তাঁদের ভূষিত করা হল।

উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে ৬২৮ জন কর্মী বীরত্বের জন্য পদক পেয়েছেন, প্রাপকদের অধিকাংশ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ান। এছাড়া জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য ৩৯৮ জন কর্মীকে, উত্তেজক এলাকায় দুষ্কৃতি দমনে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ১৫৫ জনকে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য ২৭ জন কর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, মোট পদক প্রাপকদের মধ্যে ২৫৬ জন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, ১৫১ জন সিআরপিএফ, ২০ জন আইটিবিপি এবং ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড় পুলিশ থেকে যথাক্রমে ৬৭, ২৫ ও ২০ জন আছে। অবশিষ্টাংশ অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর।

তাতপর্যপূর্ণভাবে, চিনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রক্ষাকারী ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের ২০ জন কর্মীকে পদক দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁরা পূর্ব লাদাখে চিনের আগ্রাসন ব্যর্থ করতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে সমান বীরত্ব প্রদর্শন করছিল। এছাড়া, ছত্তিশগড়ে নকশাল বিরোধী অভিযানের জন্য ৩ জন পদক পেয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসের আগেই দেশ রক্ষাকারীদের সম্মান প্রদর্শন করে উতসাহিত করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

পঞ্জাব প্রবেশে সম্পূর্ণ টিকাকরণ আবশ্যিক, লাগবে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্টও

চন্ডীগড়, ১৪ আগস্ট (হি.স.): পঞ্জাবে প্রবেশ করতে হলে নিতে হবে টিকার দু''টি ডোজ। পাশাপাশি কোভিড নেগেটিভ রিপোর্টও বাধ্যতামূলক। আগামী সোমবার (১৬ আগস্ট) থেকে পঞ্জাবে প্রবেশ করতে হলে দেখাতেই হবে কোভিড টিকাকরণের সার্টিফিকেট ও নেগেটিভ আরটিপিসিআর রিপোর্ট। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং শনিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের দিকে কঠোর নজরদারি রাখা হবে।

পঞ্জাবে এখন খোলা রয়েছে স্কুল ও কলেজ, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন-সম্পূর্ণ টিকা নেওয়া শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী যাঁরা সম্পূর্ণ টিকা নিয়েছেন, অথবা যাঁরা সম্প্রতি করোনা থেকে সেরে উঠেছেন, তাঁরাই স্কুল ও কলেজে পড়াতে পারবেন। অনলাইন বিকল্প এখনও চালু থাকছে। কোভিড নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের পর শনিবার এই নির্দেশ দিয়েছে পঞ্জাব সরকার। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কিশত্বরে মিলল সন্দেহজনক আইইডি

শ্রীনগর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় সন্দেহজনক ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করল সুরক্ষা বাহিনী। শনিবার সকালে কিশত্বর-কেশওয়ান সড়কের ধারে আইইডি-র মতো বিস্ফোরক ডিভাইস দেখতে পান সুরক্ষা বাহিনী। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল ওই বিস্ফোরক ডিভাইস দেখা মাত্রই ওই এলাকা ঘিরে ফেলে। পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, কিশত্বর-কেশওয়ান সড়কের ধারে কুরিয়া ব্রিজের কাছে পড়েছিল সন্দেহজনক বিস্ফোরক ডিভাইসটি। প্রথমে খতিয়ে দেখা হয় কী ধরনের ডিভাইস, তারপর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনী ওই ডিভাইসটি নিষ্ক্রিয় করে।

সার্টিফিকেট জালিয়াতি করে বিধায়ক হয়েছেন করিম, এআইইউডিএফ দালালদের দল : জহির

হাইলাকান্দি (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : এআইইউডিএফ দালালদের দল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে জন্ম এই দলের। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে এআইইউডিএফ বিধায়করা অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন। করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ হচ্ছেন দুই নম্বরি। সার্টিফিকেট জালিয়াতি করে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সোনাই-এর বিধায়ক। বরাক উপত্যকায় দলীয় টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন করিম উদ্দিন। গো-হত্যা বিল সমর্থন করছে এআইইউডিএফ দল। বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়করা। হিমন্তবিশ্ব শর্মার গুপ্তচর বিধায়ক করিম উদ্দিন। এআইইউডিএফ-এর বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ রাইজর দলের। আজ শনিবার হাইলাকান্দিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে রাইজর দল পরিচালনার জন্য অখিল গগৈ এআইইউডিএফের কাছে দশ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন, ওই দলের বিধায়ক আমিনুল ইসলাম এহেন অভিযোগ আনার পর এই প্রথম মুখ খুলেছেন রাইজর দলের কেন্দ্রীয় নেতা জহির উদ্দিন লস্কর। দলের সভাপতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগকে সরাসরি ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর শনিবার দুপুরে হাইলাকান্দিতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এআইইউডিএফ-এর বিরুদ্ধে একের পর এক কামান দাগেন। প্রায় ৩৫ মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনে ৩৪ মিনিটই ব্যয় করেছেন এআইইউডিএফ এবং ওই দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে। দলের আধ ডজনের বেশি নেতাকে পাশে বসিয়ে জহির উদ্দিন রীতিমতো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন এআইইউডিএফ দলের দুই বিধায়ক সোনাই-এর করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ এবং ধিং-এর আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে। রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর সোজা ভাষায় জানিয়ে দেন, এআইইউডিএফ দালালদের দল। আগাগোড়াই সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে চলে আজমলের দল এআইইউডিএফ। রাইজর দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিধায়ক অখিল গগৈ এআইইউডিএফ দল থেকে দশ কোটি টাকা দাবি করার অভিযোগ একবাক্যে উড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জহির এটা হাস্যকর, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেন। উল্টো তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম রাইজর দলের সভাপতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন।

জহিরের ভাষায়, এআইইউডিএফ দল ও এই দলের বিধায়করা বিজেপি দলের এজেন্ট হয়ে কাজ করছেন। বদরউদ্দিনের এই দল বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। নতুবা, অসম বিধানসভায় গো-হত্যা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিলে এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা কেন 'টু' শব্দ করলেন না, এই প্রশ্ন তুলে রাইজর দলের নেতা জহির উদ্দিন বলেন, মূলত এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা গো-হত্যা নিষিদ্ধের বিলে খোলামেলা সমর্থন জানিয়েছেন। ফলে তাঁরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেননি।

এআইইউডিএফ-এর বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর বলেন, রাইজর দলের কোনও প্রতিনিধি বা দলের সভাপতি অখিল গগৈ কোনওদিনই এআইইউডিএফ-এর কার্যালয়ে পা মাড়াননি। আর অখিল গগৈ যদি এআইইউডিএফ-এর কার্যালয়ে গিয়ে থাকেন তবে বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে এর প্রমাণ দিতে হবে, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন জহির। আমিনুল ইসলাম ও করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন। সোনাই-এর বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁকে দুই নম্বরি বিধায়ক আখ্যায়িত করে রাইজর দলের কেন্দ্রীয় নেতা জহির বলেন, করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত সার্টিফিকেট ভুয়ো। সার্টিফিকেট জালিয়াতি করে করিম উদ্দিন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। গোটা রাজ্যের জনতা জানেন, বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট ইস্যুতে গৌহাটি হাইকোর্টে মামলা চলছে। জহির উদ্দিন বিধায়ক করিম উদ্দিনের বিরুদ্ধ ক্ষোভ ঝেড়ে বলেন, করিম উদ্দিন কয়েক কোটি টাকা খরচ করে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। আর অখিল গগৈ কারাগারে থেকে শিবসাগর না গিয়েও সেখানকার জনতার আশীর্বাদে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। রাইজর দলের নেতা জহির উদ্দিনের আরও অভিযোগ, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন আসনে দলীয় টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল এআইইউডিএফ। আর এই টাকা সংগ্রহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ। এখানেই না থেমে জহির অভিযোগের সুরে বলেন, হাইলাকান্দি জেলার হাইলাকান্দি বিধানসভা আসনের এআইইউডিএফ-এর এক নেতাকে দলীয় টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে করিম উদ্দিন কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। তা কারোর অজানা নয়। তিনি বলেন, এআইইউডিএফ-এর অনেক তথ্য তাঁর হাতে রয়েছে। কী পরিস্থিতিতে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে হারানো হয়েছে, এ-সব তথ্যও তাঁর হাতে আছে, চাঞ্চল্যকর খবর শুনিয়ে জহির আরও বলেন, বিজেপি-র সঙ্গে গোপন সমঝোতা করে এআইইউডিএফ প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে হারানো হয়েছিল। বরাক উপত্যকার কোন কোন নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে গোপন বৈঠক করে রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে হারানোর জন্য কী কী উপহার পেয়েছেন এ-সব রাইজর দলের কাছে আছে, দাবি জহির উদ্দিনের। সাংবাদিক সম্মেলনে আগাগোড়াই এআইইউডিএফ দলকে আক্রমণ করে রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যদি সোনাই-এর বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ রাইজর দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈর বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ না করেন তবে তাঁর (করিম উদ্দিন বড়ভুইয়া) আসল মুখোশ ফাঁস করে দেওয়া হবে। করিম উদ্দিনের টাকা সংগ্রহের বহু তথ্য রাইজর দলের হাতে আছে, এ-সব ফাঁস করে দেওয়া হবে, এই হুঁশিয়ারি দিয়ে জহির উদ্দিন বলেন, গো-হত্যা নিষিদ্ধের বিলে বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন।

জহির উদ্দিন লস্কর বলেন, এআইইউডিএফকে অসম থেকে উৎখাত না করা হলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে অসম থেকে উৎখাত করা যাবে না। যতদিন বদর উদ্দিনের এআইইউডিএফ দল থাকবে ততদিন অসমে বিজেপি থাকবে, ফলে সাম্প্রদায়িক এআইইউডিএফ দলকে অসম থেকে বিদায় জানাতে রাজ্যের জনগণের কাছে আহ্বান জানান জহির।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দি রেলস্টেশনে পুলিশি হানা পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস সহ আটক যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি রেলওয়ে স্টেশনে হানা দিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ড্রাগসের সঙ্গে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সোনামুড়া থানাধীন বেজিয়ালার বাসিন্দা জনৈক হারিস মিয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, ত্রিপুরা থেকে এসে পাথারকান্দির জনৈক ড্রাগস ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে মাদকগুলি কিনে স্টেশন চত্বরে ঘোরাফেরা করছিল হারিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লক্ষ্মীপুর বিওপির বিএসএফ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আজ শনিবার সকালে পাথারকান্দি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হানা দেয়। ব্যাগ ভরতি হেরোইন সহ আটক করা হয় মাদক পাচারকারী হারিস মিয়াঁকে।

পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে হারিসের ব্যাগ থেকে একটি সাবান কেসে মোড়া ২৪ গ্রাম নেশার হেরোইন পাউডার এবং ১,০৮০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। এগুলোর বাজার মূল্য কমপক্ষে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন। এদিকে পুলিশি জেরার মুখে ধৃত ড্রাগস পাচারকারী হারিস মিয়াঁ স্বীকার করেছে, ত্রিপুরার অন্য একজনের কথা মতো সে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে পাথারকান্দি থেকে মালগুলো সে নিতে এসেছিল। এর আগেও সে পাথারকান্দি থেকে ড্রাগস পাচার করেছে বলে স্বীকারোক্তিতি বলেছে হারিস।

আরও তিন মাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি আলফা-স্বাধীনের, স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট ২০২১ (হি.স.) : আরও তিন মাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়েছে আলফা-স্বাধীন। আলফা-প্রধান পরেশ বরুয়ার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, আলফা-স্বাধীনের এই সিদ্ধান্ত শান্তি আলোচনার পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক। তবে যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হোক, পরেশ বরুয়ার কাছে কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। হিমন্তবিশ্ব বলেন, আলফা-র যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় আশার কিরণ দেখা যাচ্ছে।

গত ১০ মে বিজেপি জোট সরকারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এর পর-পর কোভিড পরিস্থিতির কথা বলে ১৫ মে থেকে প্রথমবারের মতো তিনমাসের জন্য একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন সার্বভৌম স্বাধীন অসমের কট্টর দাবিদার আলফা-প্রধান পরেশ বরুয়া। তিনমাসের মেয়াদ আজ ১৪ আগস্ট শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ শনিবার সকালে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়ানো হয়েছে বলে এক বিবৃতি জার করে ঘোষণা করেছেন পরেশ। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পরেশ বরুয়া নেতৃত্বাধীন অসমের উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-স্বাধীন এবং হিমন্তবিশ্ব-সরকারের মধ্যে গোপনে কোনও আলোচনা চলছে।

আজ আরও তিন মাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোয় আনুষ্ঠানিক শান্তি-আলোচনার প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া বিশেষ গতি লাভ করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সজল ঘোষকে দুদিনের পুলিশ হেফাজতে নিল পুলিশ

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : মুচিপাড়া কাণ্ডে ধৃত বিজেপি নেতা সজল ঘোষকে দু'দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হল। শনিবার তাঁকে তোলা হয় ব্যাঙ্কশাল আদালতে। নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাকে জেরা করার আবেদন জানায় পুলিশ। ধৃত সজল ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২৭, ৩২৩, ১৪৭, ১৪৮ ও ১৪৯ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়। এই ঘটনায় শনিবার তৃতীয় এফআইআর দায়ের হয়। তবে নির্দিষ্ট কারও নামে মামলা রুজু হয়নি। এফআইআর দায়ের হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অতিরিক্ত দ্বিতীয় প্রধান বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম টু) দুদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে। স্থানীয় সূত্রের খবর, স্বাধীনতা দিবস পালন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ঘিরে বিশাল সিংহ নামে এক বিজেপি কর্মীর দোকান ভাঙচুর করা হয়। হামলা চালানো হয় স্থানীয় একটি ক্লাবের উপর। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মুচিপাড়া থানায় সজলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পাল্টা বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরাও। থানার মধ্যেই দু'পক্ষের বচসা হয়। তখনকার মত বিষয়টি থেমে গেলেও শুক্রবারে ফের দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। দুপুরে সজলের বাড়িতে হাজির হয় মুচিপাড়া থানার পুলিশ। তাঁকে বাড়ির বাইরে আসতে বলা হয়। কিন্তু তিনি রাজি হননি। উল্টে তিনি পুলিশকে বলেন, 'দরজা ভাঙুন।' এর পরই পুলিশ দরজা ভেঙে সজলকে বার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

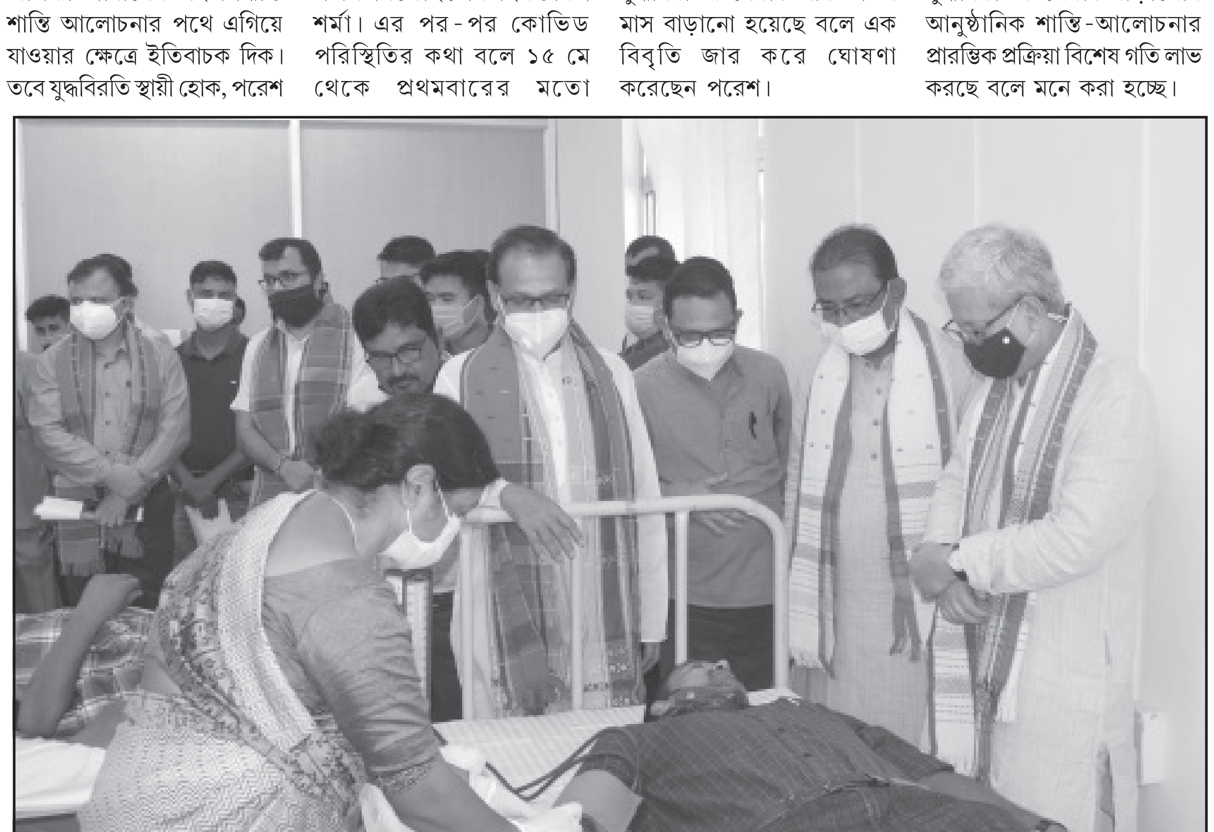

শনিবার রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি ঃ নিজস্ব

সংসদ গণতন্ত্রের মন্দির জাতির উদ্দেশে ভাষণে মনে করালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : সংসদ হল আমাদের গণতন্ত্রের মন্দির। দেশের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে মনে করালেন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন দেশের সংসদীয় কাঠামোর উপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছি। তাই সংসদ হল আমাদের গণতন্ত্রের মন্দির।'

বিরোধীদের হই-হট্টগোল, মুলতুবির সাক্ষী থেকেছে বাদল অধিবেশন। তার জেরে নির্ধারিত সময়ের আগেই অধিবেশন শেষ করে দেওয়া হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সংসদকে 'দেশের গণতন্ত্রের মন্দির' হিসেবে উল্লেখ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সঙ্গে বললেন, মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, বিতর্কে সামিল হওয়া এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয় সংসদ। শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে রাষ্ট্রপতি জানান, যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে ভারতে গণতন্ত্র টিকবে না। কোবিন্দের কথায়, 'তাঁরা হয়ত জানতেন না যে প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশে গণতন্ত্রের শিকড়ের লালন-পালন করা হয়েছে। আধুনিক সময়ও অনেক পশ্চিমী দেশগুলির থেকেও ভারত অনেক এগিয়ে আছে। কোনওরকম বিভেদ ছাড়া সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিয়েছে ভারত।'

স্বাধীনতা দিবসে তিনি সংসদের নতুন ভবনের উদ্বোধন করবেন। তার আগে এদিনের ভাষণে দেশের সংসদীয় কাঠামোর উপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি। বলেন, 'আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছি। তাই সংসদ হল আমাদের গণতন্ত্রের মন্দির। যা মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, বিতর্কে সামিল হওয়া এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়।'

দেশের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে করোনা নিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন তিনি বলেন, কঠিন সময়ে সকলকে করোনা বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করেন রাষ্ট্রপতি। বলেন, করোনা নামক মহামারী এখনও বিদায় নেয়নি। রাষ্ট্রপতি ভাষণে উঠে আসে অলিম্পিকে ভারতীয়দের সাফল্যের প্রসঙ্গ।

রাষ্ট্রপতির এদিনের ভাষণে উঠে আসে অলিম্পিকে ভারতীয়দের সাফল্য, ভারতের কোভিড পরিস্থিতি, গগনযান মিশন, জম্মু কাশ্মীর প্রসঙ্গ এবং সরকারি নানা প্রকল্পের সুফল। ভাষণে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকারের প্রচেষ্টাকে কার্যত দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি। তিনি জানান, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বহু মানুষের প্রাণহানি হওয়ায় তিনি ভারাক্রান্ত। কিন্তু ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা সুরক্ষা পেয়েছি। অনেক বেশি মানুষের জীবন বাঁচাতেও পেরেছি। তাঁর বক্তব্য, কোনও পরিকাঠামোই দ্বিতীয় ঢেউয়ের ভয়াবহতা থেকে দেশকে বাঁচাতে পারত না।

সেই সঙ্গে রামনাথ কোবিন্দের আরজি, নিয়ম মেনে সবাই যত দ্রুত সম্ভব ভ্যাকসিন নিন এবং অন্যদের এই কাজে উৎসাহিত করুন। সেই সঙ্গে করোনা বিধি মেনে চলারও আরজি জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর বক্তব্য, "এই মহামারীর ভয়াবহতা কমেছে। কিন্তু এর ভয়াবহ প্রভাব থেকে আমরা এখনও নিস্তার পায়নি।" এদিন চা চক্রে অলিম্পিক্সের পদকজয়ীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন রাষ্ট্রপতি। পরে ভাষণে জানান, আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্রের তারকারা তাঁদের অসামান্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশকে গৌরবান্বিত করেছে। আমি দেশের সমস্ত অভিভাবকদের বলব, এইসব প্রতিভাময়ী দেশের মেয়েদের পরিবারের থেকে শিখুন। আপনারা সুযোগ করে দিলে আপনার বাড়ির কন্যারাও এরকম সাফল্য এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ওঝাকে জ্যান্ত কবর, ধৃত ৯ জন জেলা হাজতে, একজন কোভিড কেয়ার সেন্টারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক ব্যক্তিকে মারধর করার পর জ্যান্ত কবর দেওয়ার ঘটনায় ধৃত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। একজন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় তাকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরার উনকোটি জেলার কৈলাসহরে মনু ভ্যালি চা বাগানে সংগঠিত এই ঘটনা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পেশায় ওঝা ভুলো ওরাং (৪০)-এর সাথে সংগঠিত এই অস্বাভাবিক ঘটনায় হতবাক সকলেই। ঘটনার পেছনে প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে ঘাতকদের নির্মম বুলেটে শাহাদাৎ বরণ করেন। প্রতি বছর এই দিবসটি বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় শোকাবহ পরিবেশে পালন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ (রবিবার) বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে আগরতলার কুঞ্জবনস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গনে দুই পর্বে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

হাওড়া নদীতে নিখোঁজ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলার কাছে আড়ালিয়ায় হাওড়া নদীর জলে নিখোঁজ হয়ে গেল এক শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে। জানা গিয়েছে, অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করতে গিয়ে আচমকা ওই শিশুটি (ডাকনাম বাড়ু) জলে ঝাপ দেয়। তারপর সে নিখোঁজ। তার বাবা কিশোর পাল জানান, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বহু খোঁজ করেও তার ছেলের হদিশ পাচ্ছে না।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ আগস্ট।। আগামী কাল ভারত বর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস।এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উপলক্ষ্যে আজ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেনীর শিক্ষার্থী দের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আঙ্গিকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ,এতে প্রায় আমাজন প্রতিযোগি - প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করে।ব্যাপক উৎসাহ পরিকল্পিত হয় ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে।জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন বিভাগে উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিকার্থীরা ভালো সাফল্য বরাবরই পেয়ে আসছে। ছাত্র- ছাত্রীরা আগামী কাল এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও সার্টিফিকেট পাবেন। গত বছরও এই বিদ্যালয় অন লাইনে অংকন প্রতিযোগিতা করেন বলে জানিয়েছেন উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ইংরেজী ও অংকনের শিক্ষক অভিষেক দাস জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে গত ২০১৯ শিক্ষা বর্ষে উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে।গতবছর ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা-২০২০তে দুই জন বালিকা অংক বিষয়ে ১০০ তে ১০০ পেয়েছে।

মৈত্রী সেতু এবং আইসিপির স্থান পরিদর্শন করেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার সহ প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ আগস্ট।। সাব্রুম এর মৈত্রী সেতু এবং আইসিপি স্থান পরিদর্শন করেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার সহ একটি প্রতিনিধি দল।

সাব্রুম এর ফেনী নদীর উপর নির্মিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু স্থানে আইসিপির জন্য যে জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই জায়গাগুলো পরিদর্শন করেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের এসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার মোঃ জাবেদ হোসেন ও এমডি রাসেল হক প্রথম সচিব ও সাব্রুম এর বিধায়ক শংকর রায়। বুধবার বেলা ২ টা নাগাদ এই প্রতিনিধি দলটি আইসিপি জন্য যে জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা পরিদর্শন করার পর ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর উপর দিয়ে বাংলাদেশের সাইডে গিয়ে কথা বলেন বাংলাদেশে রামগড় উপজেলা নির্বাহি অফিসার মু. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ ও থানার ওসি(তদন্ত) রাজিব কর। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের এসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার এর কাছে জানতে চাইলে কবে নাগাদ এই মৈত্রী সেতু দিয়ে দু দেশের জনগণ আসা-যাওয়া করতে পারবে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকদের জানান বাংলাদেশের সাইডে চেকপোস্টের কাজ এখনো শুরু হয়নি কেননা বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি জন্য তা করা সম্ভব হয়নি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের সাইডে চেকপোস্টের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তা সম্পূর্ণ হলেই পুরোপুরি ভাবে চালু হয়ে যাবে এবং দু''দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

তিপ্রা মথার প্রতিবাদ সভা শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ আগস্ট।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসী এডিসি ভিলেজে তিপ্রা মথা দলের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠীত হয় এক প্রতিবাদ মিছিল ও বাজারসভা।

রাজ্যে এডিসি এলাকায় তিপ্রা মথা দলের সরকার গঠন হলেও এখনো পর্যন্ত এডিসি এলাকায় সঠিকভাবে কাজকরতে পারছেনা তিপ্রামথা দলের নেতৃত্বরা এমনটাই অভাযোগ। তিপ্রামথা দলের উদ্দ্যোগে বিভিন্ন কমিটি গঠন করাহলেও বর্তমান রাজ্য সরকার এগুলি মান্যতা দিতে চাইছেনা বলে অভিযোগ। এরইপরিপেক্ষিতে শনিবার কলসী বাজারে তিপ্রা মথা দলের উদ্দ্যোগে এক সুবিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও বাজার সভার আয়োজন করাহয়। আজকের এই মিছিল ও বাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন তিপ্রামথা দলের দক্ষিন জেলার জোনাল অফিসের চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং, ইয়ুথ তিপ্রা মথাদলের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিহানু মগ সহ তিপ্রা মথাদলের অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে হরেন্দ্র রিয়াং জানান বর্তমানে বিজেপি ও সি পি আই এম এর কিছু সংখ্যক লোকজন সকলে সুরসুরি দিচ্ছে তিপ্রা মথা বাংঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তিনি জানান তিপ্রা মথা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে না বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে। তিনি জানান বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী একনয়। এর মূল কারন এডিসি এলাকায় যে সকল বাঙ্গালী রয়েছে তাদেরও জনজাতি অংশের লোকজনদের মতো অবস্থা। উদের নিজের জায়গার কোনো প্রকার রেজিষ্ট্রেশন নেই। তাই তিপ্রা মথার মূল উদ্দ্যোশ্য এডিসি এলাকায় সকলের সঙ্গে ভাত্রীত্বের বন্ধনে আবদ্ধহয়ে সকলে সমান পরিমানে অধিকার ভোগকরতেহলে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠন করতেহবে তবে বর্তমানে যে সকল লোকজন বাংলাদেশ থেকে উঠে ত্রিপুরায় বসবাসের চিন্তাভাবনা করছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানান হরেন্দ্র রিয়াং।

জগন্নাথ দিঘির মাছের মৃত্যু ঘিরে জনমনে নানা প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ আগস্ট।। উদয়পুরের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ দিঘির মছের মৃত্যু ঘিরে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জগন্নাথ দিঘির পবিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেকেই। লেকসিটি নামে পরিচিত উদয়পুর শহর।রাজন্য আমলে একাধিক দীঘি খনন করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যের বেশকিছু দিঘি পরিচর্যার অভাবে ভুগছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো উদয়পুর জগন্নাথ দীঘি। রাজন্য আমলে তৈরী এই দীঘিটি। বর্তমানে পরিচর্যার অভাবে বহু মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখা যায় উদয়পুর জগন্নাথ দীঘিতে। মূলত কি কারণে মাছ গুলি মারা যাচ্ছে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলে তারা কিছুই বলতে পারছেনা। পাশাপাশি জানা যায় রাত হলেই জগন্নাথ দীঘির চারপাশে মদের আসর বসে। সবকিছু জেনেশুনেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। পাশাপাশি জগন্নাথ দীঘিতে মদের বোতল সহ নেশাদ্রব্যের বোতল প্রায় প্রতি সময়ে পাওয়া যায়। মদের বোতল ভাসমান অবস্থায় দেখা যায় জগন্নাথ দীঘিতে। জগন্নাথ দীঘির চার পাশে মদের আসর বন্ধ করার জন্য দাবি উঠেছে।মদের বোতল এবং ময়লা বেশ কিছুদিন পরপর আবর্জনা গুলি পরিষ্কার করেন জগন্নাথ দীঘির মৎস্য কমিটির লোকজনেরা।জগন্নাথ দীঘি পবিত্রতা দিঘির পবিত্রতা বজায় না রাখলে জগন্নাথ দীঘি মাছের মৃত্যুর ঘটনা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে অনেকে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হলেন কমলাসাগরের জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হলেন কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার মধুপুর পঞ্চায়েতের জনগণ। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কমলাসাগর বিধানসভাৰ দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েতের ১৪ কার্ড এলাকার রাস্তার বেহাল দশা। তাতে ক্ষুব্দ জনগণ।স্থানীয় নেতাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ধানের চারা রোপণ করছেন সেই রাস্তার মধ্যে। এলাকার জনগণের অভিযোগ গত ২ বছর যাবৎ বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানানোর পরেও কোনো ভূমিকা নেয় নি। সে রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সামান্য বৃষ্টি হলেই হাটু পর্যন্ত জল জমে কাদায় পরিণত হয়ে যায়। যার ফলে এলাকার জনগণের আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সেই রাস্তাটি আগরতলা কমলাসাগর মূল সড়ক থেকে বের হয়ে ১৪ কার্ড পুরাথল,কইয়াডেপা কামথানা ইত্যাদি যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। নিত্যদিন হাজার হাজার জনগণ বাইক স্কুটার নিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাই শেষ পর্যন্ত জনগণ তিতিবিরক্ত হয়ে শনিবার সকাল বেলা রাস্তার মধ্যে ধানের চারা রোপণ করতে শুরু করেন তাদের দাবি অতি দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়ার জন্য। নতুবা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন এলাকাবাসী।

সুপারি চাষ বর্তমানে খুবই লাভজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। সুপারি চাষ বর্তমানে খুবই লাভজনক চাষ। রাজ্যের টিলা সমতল সব জায়গাতেই সুপারি চাষ করা যায়। রাজ্যের মাটি সুপারি চাষের জন্য খুবই উপযোগী। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পানের সাথে সুপারি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। বর্তমানে সুপারি চাষ লাভজনক হওয়ার কারণে চাষিরা সুপারি চাষ করে থাকেন। ত্রিপুরার মাটি সুপারি চাষে খুবই উপযোগী। ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চল অর্থাৎ উঁচু জায়গা সুপারি বাগানের জন্য খুবই উপযোগী। তাই রাজ্যের পাহাড় সমতল সব জায়গাতে বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সুপারি চাষ এর চিত্র। এই সুপারি চাষে এগিয়ে এসে স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেক বেকার যুবক যুবতীরা। নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন। এমনই একটি চিত্র লক্ষ্য করা গেল আমবাসা মহকুমাধীন খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়াতে। এই পাড়ার এক জনজাতি যুবক দেবমোহন ত্রিপুরা স্বউদ্যোগে নিজের বাড়ির পাশে টিলা ভূমিতে গড়ে তুলেন সুপারি বাগান। বাজার থেকে চারা ক্রয় করে এই বাগানটি গড়ে তুলেন। এই বাগানটিতে একশ কুড়িটি সুপারির চারা লাগিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রায় ৮৫ টি সুপারির চারা রয়েছে বাগানে। তিনি জানান সরকারি সাহায্য হিসেবে রাবার বাগান পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজস্ব জায়গা না থাকায় তিনি রাবার বাগান করতে পারেননি। তাই তিনি বাজার থেকে সুপারির চারা কিনে নিজ বাড়ির পাশে গড়ে তুলেন একটি সুপারি বাগান।সুপারী চাষ করে তিনি স্বাবলম্বী হবেন বলে আশাবাদী। সুপারি লাভজনক চাষ হওয়ায় অন্যান্যদেরকেও সুপারি চাষে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রামে গ্রামে জাতীয় পতাকা কর্মসূচী এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ আগস্ট ।। অখিল ভারতীয় বিদার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে শনিবার বিকাল তিনটে নাগাদ বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হয় এক সাংবাদিক সম্মেলন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের কর্মসূচী বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরে এবিভিপি পিলাক জেলার জেলা সংযোজক সুদীপ গোপ বলেন স্বাধীনতা দিবস কে সামনে রেখে তারা মূলত দুটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, ঘরঘর ও গাঁও গাঁও জাতীয় পতাকা এ কর্মসূচীতে সারা ভারতবর্ষের একশ পঁচিশ হাজারের ও বেশি গ্রামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে ব,তাছাড়া প্রত্যেকটি গ্রামে পঁচাত্তর টি পরিবারের মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। ত্রিপুরা প্রদেশেও পনের হাজার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং তার সঙ্গে বাহান্নটি গ্রামে পঁচাত্তর তম স্বাধীনতা দিবস ঘটা করে পালন করব। আজকের এ সাংবাদিক সম্মেলনে মধ্যে দিয়ে সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে পঁচাত্তর তম স্বাধীনতা দিবসকে উৎসবের মেজাজে পালন করার আহ্বান রাখেন।

বিলোনীয়ায়

● আটের পাতার পর

পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে পুলিশ ও বিএসএফের জওয়ানেরা গাড়িটি তল্লাশি করতেই গাড়ির মধ্যে ২৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। পরবর্তী সময় বিএসএফের জওয়ানরা পিআর বাড়ি থানাতে আটককৃত গাজা বোঝাই গাড়ি তুলে দেয় ।

লোকনাথ

● আটের পাতার পর

জানান বিগত দিনে এই ধরনের চুরি কান্ডের ঘটনা ঘটত না বললেই চলে কিন্তু বর্তমানে চুরি কান্ডের ঘটনা অহরহ ঘটে চলছে। অপরদিকে আরও এক দোকান মালিক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের নিকটাত্মীয় ভাই দিলীপ রায়ের দোকানে প্রায় ৫০ হাজার টাকা দ্রব্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে লোকনাথ সেবা মন্দিরে প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে ও কিছু টাকা নিয়ে যায় চোরের দল। তবে প্রতি রাতেই নৈশকালীন করুণা কার্ফু চলাকালীন সময়ে কিভাবে কিভাবে নিশিকুটুম্ব এর দল হানা দিচ্ছে বিভিন্ন দোকানে এ নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা তেলিয়ামুড়া শহর এলাকায়।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

শ্রমদিবস যেমন বেড়েছে পাশাপাশি স্টার্ট আপের মাধ্যমেও রোজগার তৈরীর প্রক্রিয়া চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের খাদ্য তালিকায় বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে বাশ করুল। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নিজে ত্রিপুরার বাশ করুল থেকে প্রস্তুত বিস্কিট খেয়েছেন। তিনি বাশ করুলের তৈরি বিস্কুটের প্রশংসাও করছেন। শুধু তাই নয় বাশ করুল থেকে আচার তৈরীরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এটাই বিগত দিনের সঙ্গে দৃষ্টির পার্থক্য। শুধু তাই নয়, সঠিক ব্যাবস্থপনার ফলে ত্রিপুরার রিসা আজ গোটা দেশে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলার বিমান বন্দরে নাম করণ মহারাজা বীরবিক্রমের নামে করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় জনজাতিদের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী কতটা আন্তরিক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, রাজ্যে জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্প। সারা রাজ্যে এখনও অনেক টিলা ভূমি রয়েছে। সরকার আস্তে আস্তে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, টি এফ ডি পি সি, রাবার বোর্ড, এ ডি সি সহ বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে সুবিধাভোগীদের রাবার বাগান করে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। যারা প্রকৃত গরীব তাদের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে বাগান করে দেওয়া হবে। ভূমির পাট্টা প্রাপকদেরকে শুধু রাবার বাগানই নয় বাঁশ, সেগুন, চন্দন, আগর ইত্যাদি প্রজেক্ট হাতে নিয়ে এই সমস্ত বাগানও করে দেয়া হবে। যাদের টিলা ভূমি রয়েছে তাদেরকে সরকারিভাবে ধাপে ধাপে রাবার বাগান করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে ধাঁপে ধাপে সারা রাজ্যে ৩০ হাজার হেক্টর এলাকায় রাবার বাগান করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে রাজ্যের জনজাতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে আজ ৩৪ জনকে জমির পাট্টা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সমেন্দ্র দেববর্মা, দৈঘ্যছড়ি দেববর্মা, ভাস্কর দেববর্মা, মাধাই দেববর্মা, লক্ষীরাণী দেববর্মা, হলিন্দ্র দেববর্মা ও ভাদ্রাই দেববর্মাদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী জমির পাট্টা তুলে দেন। টিএফডিপিসি, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, রাবার বোর্ড, টিআরপিসি''র যৌথ উদ্যোগে ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পে বিনামূল্যে প্রত্যেককে ১ হেক্টর করে রাবার বাগান করে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। ভারতের রাবার বোর্ডের নির্বাহী অধিকর্তা ডা. কে এন রাঘবন প্রমুখ।

ছাত্রছাত্রী

● প্রথম পাতার পর

ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি তাদের সকলকে পাস করিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ১০০ শতাংশ পাস ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা পিছু পা হাটতে চাইছে না অকৃতকার্য হওয়া ছাত্র ছাত্রীরা। শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এন এস ইউ আই পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী উদ্দেশ্য করে ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাই পুনরায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। ৫০ শতাংশ নম্বর প্রদান করে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করিয়ে দিতে হবে বলে দাবি জানায় এন এস ইউ আই। সংগঠনের দাবি ছাত্র-ছাত্রীদের কথা সরকারকে শুনতে হবে। নয়তো আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে ছাত্র-ছাত্রীরা। বিক্ষোভ প্রদর্শনের উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি পুজন বিশ্বাস। তিনিও সরকারের ভূমিকায় নিন্দা জানান। পরবর্তী সময় পুলিশ বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের এবং ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে পুলিশ লাইন নিয়ে যায়। রাত পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ।

রক্তাক্ত

● প্রথম পাতার পর

টাকা চায়। তখন সময় উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত রাত নয়টা নাগাদ কলাছড়ি গ্রামে উভয়ে বাড়ির সামনে আসতেই উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। খবর পেয়ে উভয় পরিবারের লোকজন ছুড়ি, ভোজালি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমন করে। একটা সময় টিটু বাদ্যকরের বড় ভাই মিঠু বাদ্যকর অভিজিৎ নমঃশুদ্রকে ভোজালি দিয়ে পিঠে ও তল পেটে আঘাত করে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এরপর অভিজিৎ নমঃ শুদ্রের পরিবারের লোকজন এসে ছুড়ি দিয়ে টিটু বাদ্যকরকে আঘাত করে। তার পা ও পেটে প্রচন্ড ভাবে আঘাত করে। সেও গুরুতরভাবে যখন হয়। খবর পেয়ে শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ দুই যুবককে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার করে কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতলে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে রাতেই ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করে দেন। এই ঘটনার বিষয়ে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আহত অভিজিৎ নমঃ শুদ্রের এক আত্মীয় অর্জুন নমঃশূদ্র ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

তান্ডব

● প্রথম পাতার পর

মিয়া সেখানে লংকা কান্ড ঘটিয়ে দেয়। উপস্থিত শতাধিক জনতার সামনে লাঠিসোটা নিয়ে নিজের বাহুবল প্রয়োগ করে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করেছেন পঞ্চায়েত সচিব এবং পঞ্চায়েতের অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে। জানা গেছে, পঞ্চায়েত থেকে ঘরের জন্য সম্প্রতি ১২৮ জনের নামের তালিকা তৈরি হয়। সেই নামের তালিকা নিয়ে তীব্রভাবে আপত্তি জানায় পঞ্চায়েত সদস্য ফিরোজ মিয়া। তার অভিযোগ সুবিধাভোগী চয়নে লবিবাজি করা হয়েছে। ফলে সেই নামের তালিকা গুলো প্রকৃতপক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে সভা শুরুতেই বাকবিতণ্ডা হতে থাকলেও এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে গড়াতে থাকে এবং পরবর্তীতে সেই স্থানে লাঠিয়াল বাহিনীর উপস্থিতিতে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় সোনামুড়া থানার পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশের উপস্থিতিতে ঘটনা প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এই দিনে আর গ্রাম সভার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সভা চলাকালীন সময়ে এমন উশৃংখলতার ফলে এলাকায় ছিঃ ছিঃ রব পড়ে যায়।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ছোটনের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে আগরতলা হোমে পাঠিয়ে দেয়। খবর দেওয়া হয় নাবালিকা মেয়ের মা বাবাকে।

খবর পেয়ে নাবালিকা মেয়ের মা বাবা দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বিলোনিয়াতে ছুটে এসে মির্জাপুর স্থিত সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর এ গিয়ে হাজির হয়। সেখানে চাইল্ড লাইনের কর্তৃপক্ষরা মেয়ের মা বাবার হাতে তুলে দেয় নাবালিকার মেয়েকে। এই ব্যাপারে নাবালিকার পরিবার ছোটন দেবনাথের শাস্তির দাবি জানান চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষের কাছে। তাদের অভিযোগ ছোটন দেবনাথ এই নাবালিকা মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। নিয়ে আসার পর নাবালিকা মেয়েকে বলে বাবার কাছে ফোন করলে, নাবালিকাকে বাংলাদেশে পাচার করে দেবে, পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে নেবে।

মৃতদেহ

● আটের পাতার পর

অভিমত হয়তো এগুলো কোন অবৈধ জারজ সন্তান হতে পারে অথবা টেপানিয়া জেলা হাসপাতালের ডেলিভারি হওয়া মৃত শিশুও হতে পারে।বাগমা আউট পোষ্টের পুলিশ তদন্ত শুরু করে ছেন।এই জোড়া শিশুর মৃত দেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী র মধ্যে কৌতূহল ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বাগমা আউট পোষ্টের পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে প্রকৃত সত্য কথা বেরিয়ে আসবে বলে তথ্যাভিগ্য মহল মনে করছে।

াঙ্গন

ফিজিকেল ফিটনেস কম্পিটিশন ২০২১. এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন রাজ্যের প্রাক্তন খেলোয়াড় অপু রায়,অরূপ রতন সাহা,অমিয় কুমার দাস,গৌরী ঘোষ,অভিজিৎ দাস প্রমুখরা। লক ডাউনে খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেন তারা। এর মধ্যে ২২ জন বিভিন্ন ইভেন্টে খেলোয়ারদের পুরস্কারের জন্য বাছাই করা হলো। খেলোয়াড়েরা হলো, মইথলি পাল, পূর্ণিমা নম, সুরভি রায়, বিজয় সাহা, সুকান্ত দেবনাথ, অবিনাশ সাহা, সম্পূর্না চৌধুরী, ঈশিকা দত্ত চৌধুরী, প্রীতিপর্না সাহা, ঋতুরাজ দেবনাথ, পলাশ কুমার সরকার, সপ্ততনু ঘোষ। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল আরো ১০ জনকে। প্রতি বছর ন্যায় আগামী বছরে ও এই প্রোগ্রাম চালু থাকবে এবং প্রচেষ্টা থাকবে যেনো রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দিতে এই ফিটনেস কম্পিটিশন।আগামী ২৯ শে আগস্ট এগিয়ে চল সংঘে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের তরফেসবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ও করোনার বিধিনিষেধ মেনে চলতে অনুরোধ করেন সবাই।

টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার দুর্দশার উপায় খুঁজে পেলেন রিকি পন্টিং, এমন কাজ করলে অসিরা জিতবে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিকভাবে খারাপ। প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের বাজেভাবে পরাজিত করে এবং তারপর বাংলাদেশ তাদের ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে পরাজিত করে। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক এবং দিল্লি ক্যাপিটালের কোচ রিকি পন্টিং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটকে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার সমাধানের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'যদি অস্ট্রেলিয়ার দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভালো করতে চায়, তাহলে দলের খেলোয়াড়দের আইপিএল ২০২১ -এ অংশগ্রহণ করা উচিত। খেলে দারুণ প্রত্যাবর্তন করতে পারে।'

দিল্লি ক্যাপিটালস-সেন রেডিওতে কথা বলতে গিয়ে পন্টিং বলেন, 'যেসব খেলোয়াড় তিন বা চার মাস ধরে খেলেনি। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে উচ্চমানের ক্রিকেট খেলতে তাকে আইপিএলে ফিরে আসা দরকার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কন্ডিশন বোঝার জন্য এটিই তার সেরা প্রস্তুতি হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের উচিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘরোয়া টি -টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলা। বিশ্বের সব সেরা খেলোয়াড় এখানে একসঙ্গে খেলেন। এটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা প্রস্তুতি নিতে পারে না।' পন্টিংয়ের পরের সরাসরি প্রশ্ন ছিল যে তিনি এই কথা বলছিলেন কারণ তিনি দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য তার নিজের অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় চেয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের কিছু শীর্ষ খেলোয়াড় দিল্লি দলের অংশ। স্টিভ স্মিথ, মার্কাস স্টোইনিস এখনও আইপিএলে খেলবেন কিনা তা এখনও ঠিক হয়নি। এর উত্তরে পন্টিং বলেন, 'আমি শুধু এই জন্য বলছি না যে আমি দিল্লি দলে কিছু অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় চাই। আমি সত্যিই মনে করি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলে তাদের হারানো সম্মান ফিরে পেতে পারে।'

প্যাট কামিন্স, ডেভিড ওয়ার্নার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভ স্মিথ, মার্কাস স্টোইনিস, ঝাই রিচার্ডসন, কেন রিচার্ডসন এবং ড্যানিয়েল স্যামস আইপিএলের প্রথম লেগে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু এরপর থেকে কোনো ক্রিকেট খেলেননি। কামিন্সই একমাত্র যিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইপিএলের জন্য কেকেআরের জন্য উপলব্ধ হবেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশ সফরে রিলি মেরিডিথ, ড্যান ক্রিশ্চিয়ান, মোইসেস হেনরিক্স, মিচেল মার্শ, অ্যাডাম জাম্পা, অ্যান্ড্রু টাই এবং জোশ ফিলিপ ছিলেন। নাথান কুল্টার-নাইল, ক্রিস লিন যারা বিশ্বকাপের অংশ হতে পারে। তার আইপিএল চুক্তি আছে। বেন কাটিংয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে জায়গা পাওয়া এখন কিছুটা কঠিন।

আজ লিগা ১-র ম্যাচে নামছে পিএসজি, প্যারিসে লিওনেল মেসির অভিষেকের সম্ভাবনা কতটা

প্যারিস, ১৪ অগাস্ট: সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ। এবার মাঠে নামার পালা। গোটা প্যারিসের আগ্রহ এখন আইফেল টাওয়ারের চেয়েও বেশি লিওনেল মেসি কে নিয়ে। কবে তিনি প্রথমবার প্যারিস সঁ জঁ (ঞ্ছছও)-র জার্সিতে নামবেন সেটাই এখন সবার প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই ফরাসি লিগা-১-এ একটা ম্যাচ খেলে ফেলেছে পিএসজি। প্রথম ম্যাচে নেইমাররা ট্রয়েসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফরাসি লিগ জয়ের অভিযান শুরু করেছে। আজ, শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে পিএসজি-র প্রতিপক্ষ স্টার্সবোর্গ। সবার একটাই আগ্রহ, আজ পিএসজি-র লিগের ম্যাচে মেসি নামবেন কী?

প্যারিসের সঁ জঁ -র ৩০ নম্বর জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন ফুটবলে রাজপুত্র লিওনেল মেসি । আগামী ২ বছরের জন্য ফ্রান্সের এই ক্লাবেই খেলবেন তিনি। এখন সবার প্রশ্ন মেসি কবে মাঠে নামছেন। গত ১০ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয়টাই ছিল পিএসজি-তে যোগ দেওয়ার আগে মেসির শেষ ম্যাচ। এবার ৩৪ বছরের এই আর্জেন্টিনার মহাতারকা কবে ফরাসি ক্লাবের হয়ে মাঠে নামেন সেটার অপেক্ষা ফুটবল বিশ্ব।

চলতি অগাস্টে আরও তিনটি লিগের ম্যাচে খেলবে প্যারিসের এই নামী ক্লাব। তবে অগাস্টে ক্লাবের জার্সিতে মেসির খেলার সম্ভাবনা কম। ১২ সেপ্টেম্বর ফরাসি লিগের (লিগা ১) ম্যাচে পিএসজি ঘরের মাঠে নামবে ক্লারমোন্ট ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে। ১৪ সেপ্টেম্বর পিএসজি নামবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে। খুব সম্ভবতই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচ থেকেই নামবেন মেসি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দিকে চোখ রেখেই মেসিকে এনেছে প্যারিসের এই ক্লাব। আজকের ম্যাচে মেসির খেলার সম্ভাবনা নিয়ে পিএসজি কোচ মর্সিও পচেত্তিনো বলছেন, সবচেয়ে আগে আমাদের মেসির মতামতকে শুনতে হবে। কারণ ওই নিজের শরীরকে সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারবে। সবচেয়ে আগে দরকার ওর পুরো ফিট হয়ে নামা। আমরা চাই ওর ক্লাবের জার্সিতে অভিষেক হোক পুরোপুরি ফিট থাকা অবস্থায়।'কোচের কথাতেই পরিষ্কার আজই মেসির পিএসজি-র জার্সিতে নেমে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

লিগ ওয়ানের ম্যাচে পিএসজি-র প্রতিপক্ষ স্ত্রাসবু, আজ দর্শক মেসি

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আজ, ফরাসি লিগ ওয়ানে খেলতে নামছে লিয়োনেল মেসি, নেইমার জুনিয়রদের ক্লাব প্যারিস সাঁ জারমাঁ। শনিবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে পিএসজি-র প্রতিপক্ষ স্ত্রাসবু। যদিও সে ম্যাচে লিয়ো মেসি খেলবেন কি না স্পষ্ট নয়। এই ম্যাচে মেসিকে দর্শক আসনে দেখার সম্ভাবনাই প্রবল।

কারণ, বার্সেলোনা ছেড়ে নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার পরেই মেসি ঘোষণা করেছিলেন, "দ্রুতই মাঠে নামব।" সঙ্গে এটাও জানিয়েছিলেন, গত এক মাস তিনি অনুশীলনের মধ্যে ছিলেন না। কবে তিনি মাঠে নামবেন, তা নির্ভর করে রয়েছে পিএসজি ম্যানেজার মৌরিসিয়ো পচেত্তিনোর উপরে। ফরাসি সংবাদমাধ্যম মনে করছে, শনিবার রাতে মেসির খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এ দিনই পচেত্তিনো বলেছেন, "সব সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে আমাদের একটা শক্তিশালী দল হয়ে উঠতে হবে। কবে লিয়ো মাঠে নামবে এই প্রশ্ন আসছে। কোপা আমেরিকার পরে গত এক মাস অনুশীলন করেনি ও। আজ অনুশীলনের দ্বিতীয় দিন। এখনই ওকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাই না।"

প্যারিসে যখন উৎসবের আবহ, বার্সেলোনায় তখন শুধুই হাহাকার। পিএসজি-তে মেসি যোগ দেওয়ায় বিশেষজ্ঞদের অনেকেই খেতাবের লড়াইয়ে রাখছে না বার্সাকে। আগ্রহ হারিয়েছেন বার্সা সমর্থকেরাও। রবিবার বার্সা লা লিগায় প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে রিয়াল সোসিদাদের বিরুদ্ধে। ম্যাচ দেখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ২৮,৮০৩ জনকে। টিকিটের আবেদন করেছেন, ১৫,৮২০ জন।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পোল্যান্ডে যুব বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে তিরন্দাজিতে দাপট দেখাচ্ছে ভারত, দলগত বিভাগে তিনটি সোনা

নয়াদিল্লি ১৪ আগস্ট (হি.স.) : পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত তিরন্দাজির যুব বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অপ্রতিরোধ্য ভারত। দাপট দেখিয়ে তিনটি দলগত বিভাগ থেকে সোনা জিতল ভারত। শনিবার অনূধ্ব-১৮ বিভাগে ছেলে, মেয়ে ও মিক্সড টিম, তিনটি দলগত বিভাগেই সোনা জিতল ভারত।

শনিবার অনূর্ধ-১৮ মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ভারত ২২৮-২১৬ ব্যবধানে পরাজিত করে তুরস্ককে। ভারতের হয়ে ইভেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেন রিধু বর্ষিনী, পরনীত কউর ও প্রিয়া গুর্জর। ভারত প্রথম এন্ডের শেষে ৫৫-৫১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয় এন্ডের শেষে ভারতের লিড দাঁড়ায় ১১১-১০৪। তৃতীয় এন্ডের শেষে ভারত ১৭০-১৫৭ ব্যবধানে পিছনে ফেলে দেয় তুরস্ককে। শেষ এন্ডে তুরস্ক তুলনায় ভালো পারফর্ম্যান্স করলেও ভারতের জয় তুলে নিতে অসুবিধা হয়নি। আজ ছেলেদেরঅনূর্ধ-১৮ বিভাগের ফাইনালে ভারত ২৩৩-২৩১ ব্যবধানে পরাজিত করে আমেরিকাকে। ভারতের হয়ে ইভেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেন কুশল দালাল, সাহিল চৌধুরী ও মিহির নীতিন।

এদিকে, অনূর্ধ-১৮ মিক্সড টিম ইভেন্টের ফাইনালে ভারত ১৫৫-১৫২ ব্যবধানে পরাজিত করে আমেরিকাকে। এই ইভেন্টে ভারতের হয়ে অংশ নেন প্রিয়া গুর্জর ও কুশল দালাল।

দলগত বিভাগে দাপট দেখালেও কম্পাউন্ড ক্যাডেটে মেয়েদের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা হাতছাড়া হয় প্রিয়া গুর্জরের। তিনি ফাইনালে হেরে রুপোর পদকেই সন্তুষ্ট থাকেন। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন ভারতের পরনীত কউর।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

লোকেশের সেঞ্চুরির পর আথিয়ার পোস্ট ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত এখন টেস্ট সিরিজ খেলতে ব্যস্ত। দ্বিতীয় টেস্ট চলছে লর্ডসের মাঠে। এই টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন লোকেশ রাহুল। তারপর তাঁর বান্ধবী আথিয়া শেঠির উচ্ছ্বাস প্রকাশের ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

প্রসঙ্গত, প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টও দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন লোকেশ রাহুল। লর্ডসের মাঠে করেছেন সেঞ্চুরি। রাহুলের এই সেঞ্চুরির পরই তাঁর বান্ধবী আছে আথিয়া শেঠির উচ্ছ্বাস প্রকাশের ছবি এখন রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা দেখে চক্ষু চড়কগাছ নেটিজেনদেরও।

প্রসঙ্গত, শুধু আথিয়াই নন, লর্ডসের মাঠে সেঞ্চুরি করার জন্য রাহুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আথিয়া শেঠির বাবা অভিনেতা সুনীল শেঠির। এক টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, ক্রিকেটের মক্কায় সেঞ্চুরি করার জন্য তোমাকে অভিনন্দন বাবা। তুমি আরও এগিয়ে যাও।

ইপিএলের দ্বিতীয় দিনে আজ মাঠে নামছে তিন বড় ক্লাব

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জারি রয়েছে ময়দানের লড়াই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শুরু হয়েছে নতুন মরসুম। শনিবার ইপিএলের এই মরসুমের দ্বিতীয় ম্যাচ। আজ এই দিন মাঠে নামছে তিন বড় ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল ও চেলসি। এই তিন দলই এই ম্যাচে নিজেদের সাফল্য পেতে মরিয়া।

ম্যান ইউ ম্যানেজার ওয়ে গুন্নার সোলসারের দাবি, প্রথম ম্যাচেই লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট তুলতে তাঁর দল তৈরি। তিনি বলেছেন, "এমন কোনও লক্ষ্য নেই যা ছেলেরা ছুঁতে পারে না। এই দলটার অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা আছে। লিডসের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেই ওরা কাজটা শুরু করবে।"

লিভারপুল ম্যানেজার য়ুর্গেন ক্লপের হুঙ্কার, "শুরুটা ভাল হওয়া জরুরি। না হলেও লড়াই চালিয়ে যাব। এমনিতে প্রথম ম্যাচটা সবসময়ই জিততে ভালবাসি।" বিশ্বের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ভার্জিল ফান ডাইক সম্পূর্ণ সুস্থ। অ্যানফিল্ডের ক্লাবের সঙ্গে তিনি ২০২৫ পর্যন্ত নতুন চুক্তিও করে ফেললেন।

শনিবার প্রথম ম্যাচে চেলসি খেলবে ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে। বহু বছর পরে রোমেলু লুকাকুকে পেয়ে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে এখন রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। তিনি বলেছেন, "লোকে হ্যারি কেন, করিম বেঞ্জেমা, রবার্ট লেয়নডস্কি সম্পর্কে বলে যে, ওরা বিশ্বমানের স্ট্রাইকার। কিন্তু আমাকে নিয়ে শুধু বলা হয় ভাল ছন্দে আছি। এই অবহেলাই আমাকে আরও ভাল ফুটবল খেলতে উদ্বুদ্ধ করে।"—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

এএফসি কাপ খেলতে মলদ্বীপ পৌঁছে গেল এটিকে মোহনবাগান

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : এএফসি কাপ খেলতে মলদ্বীপ পৌঁছে গেল এটিকে মোহনবাগান। শনিবার তারা মলদ্বীপ পৌঁছেছে। মোট ২১ জন ফুটবলারকে নিয়ে গিয়েছে সবুজ-মেরুন দল।

মোহনবাগানের এএফসি কাপের দলে রয়েছেন, অরিন্দম ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র সিংহ, প্রীতম কোটাল, লেনি রডরিগেজ, শুভাশিস বসু, অভিলাষ পাল, আশুতোষ মেহতা, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংহ, দীপক টাংরি, সুমিত রাঠি, শেখ সাহিল, বিদ্যানন্দ সিংহ, অভিষেক ধনঞ্জয় সূর্যবংশী, কিয়ান গিরি, এংসন নিনগোমবাম, রিকি শাবং, রয় কৃষ্ণ, কার্ল ম্যাকহিউ, ডেভিড উইলিয়ামস, হুগো বুমোস।

এএফসি কাপে "ডি" গ্রুপে মোহনবাগানের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস, মলদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং প্লে-অফ ম্যাচে বিজয়ী দল। এটিকে-মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ১৮ আগস্ট। প্রতিপক্ষ প্লে-অফে জয়ী দল। এই প্লে-অফ ম্যাচে মুখোমুখি সুনীল ছেত্রির বেঙ্গালুরু এফসি এবং মলদ্বীপের ইগলস। ২১ অগস্ট দ্বিতীয় ম্যাচে কৃষ্ণেরা খেলবেন মাজিয়ার বিরুদ্ধে। ২৪ অগস্ট গ্রুপের শেষ ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ বসুন্ধরা কিংস।

আগে অলিম্পিক্স সোনা, পরে বিয়ের কথা ভাববেন লাভলিনা

মেয়ে অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পেয়ে হতাশ। প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনা জেতার জন্য মরিয়া। অন্য কোনওদিকেই হুঁশ নেই। কিন্তু মায়ের মন ভাবছে দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোট মেয়ের বিয়ের বয়স না পার হয়ে যায়! তাই লাভলিনা বরগোহাঁইয়ের মা মামণি মেয়েকে বোঝাচ্ছেন মেরি কম-এর কথা বলে। তিনি বলছেন, মেরির মতোই না হয় সংসার করার সঙ্গেই বক্সিং চালাবে আদরের বিকু! কিন্তু বাড়িতে কথা উঠতেই লাভলিনা স্পষ্ট জানিয়েছেন, আগে অলিম্পিক্স সোনা, পরে বিয়ে।

এত দিন পরে রাজ্যে ফিরলেও বাড়ি যেতে পারেনি লাভলিনা। স্বাধীনতা দিবসে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী। হাজির থাকতে হবে লালকেল্লার অনুষ্ঠানে। তাই বাড়ি ফিরবেন ১৭ অগস্ট। সাইয়ের প্রাক্তন প্রশিক্ষক গীতা চানুর অবদানের কথা তুলে ধরে তাঁর জন্যেও স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করার আবেদন রাখেন লাভলিনা। তিনি বলেন, "ক্রীড়া যদি দেশের পাঠ্যক্রমে আবশ্যিক বিষয় করা হয় তবে এক দশক পরে পদকজয়ী অনেক খেলোয়াড় উঠে আসবে। কর্মজীবনের কথা ভেবে আমাদের অভিভাবকরাও খেলাকে প্রাধান্য দেন না। স্কুলেও তাই। বিদেশে ক্রীড়া বিজ্ঞান আলাদা বিষয়। তা নিয়ে পড়াশোনা করে স্নাতক হওয়া যায়। কিন্তু ভারতে আমরা খেলতে খেলতে অভিজ্ঞতা থেকেই যতটা পারি শিখি। ক্রীড়া বিজ্ঞানের পরিকাঠামো উন্নত হলে ফলাফলও ভাল হবে।" ১ কোটি টাকা ও ডিএসপির চাকরি পাওয়া লাভলিনা বলেন, "আমি চাকরি পেতে খেলিনি। আমায় ডিএসপি করা হলেও একমাত্র দায়িত্ব হবে দেশের জন্য সোনা জেতা।" লাভলিনার মা মামণি বলেছেন, "আরও তিনটি অলিম্পিকে খেলবে আমার মেয়ে। আশা করি সবকটাতেই পদক পাবে।" সঙ্গে এটাও জানালেন, "এ বার বাড়ি এলে পরিবারের সবার সঙ্গে বসে ওর বিয়ের কথা আলোচনা হবে। অবশ্য ও তো আর একা আমার মেয়ে নয়, গোটা দেশের মেয়ে। ওর ইচ্ছে মতোই সব হবে।"

ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন সৌরভের দাদা স্নেহাশিস

নজরবন্দি ব্যুরোঃ ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা তথা সিএবি সচিব-র স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। গতকাল রাতেই তাঁকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্নেহাশিসের জ্বর রয়েছে, রয়েছে শারীরিক অস্বস্তিও। তবে কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।পরিবার সূত্রে খবর অসুস্থ স্নেহাশিসের সঙ্গে হাসপাতালে যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে সানা। রাতে হাসপাতালে হাজির হন মহারাজের ম্যানেজার সহ দুই বন্ধু। তবে সিএবি সচিবের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে।ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন সৌরভের দাদা স্নেহাশিস ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট উপলক্ষ্যে ইংল্যান্ডে রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ডোনাও সঙ্গে রয়েছে বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের। সৌরভ খবর পাওয়াপ পর থেকেই লন্ডনে থেকে যাতীয় খোঁজ খবর নিচ্ছেন। যথেষ্ট উদ্বিগ্নও রয়েছেন দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে।সচিবের শরীর খারাপের খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সিএবি কর্তারাও। রাতেই খোঁজ নেন প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া। হাসপাতাল সূত্রে খবর সুস্থ আছেন স্নেহাশিস।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজ্যের জনজাতিদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ আগস্ট।। রাজ্যের জনজাতিদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। আগামী ৫ বছরের মধ্যে রাবার নির্ভর ৬০০ কোটি টাকার অর্থনীতিসহ মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে বড়মাত্রায় রোজগার তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আজ জম্পুইজলা মহকুমার পাথালিয়াঘাট তারাপদ পাড়াতে রাজ্যভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ রাবার গাছের চারা রোপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো শান্তি। একটা সময়ে রাজ্যে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জনজাতির অংশের নাগরিকরা। এই প্রকল্পের সহায়তায় ধাপে ধাপে রাবার বাগান তৈরীতে নানা ভাবে সহায়তা করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০টি স্মোক হাউস স্থাপনের ফলে গুণগত রাবার সিট প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে বিগত দিনে হ্রাস পাওয়া রাবারের মূল্য বর্তমানে সঠিক ব্যাবস্থাপনার ফলে বেড়েছে। উন্নতি হয়েছে রাবার বিক্রয়ের বাজার। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের রোজগার দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের নাগরিকগণও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি এস আর সহ বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার। তাই সমস্ত অংশের নাগরিকদের সর্বাঙ্গিন উন্নয়নে সরকার দায়বদ্ধ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল সহ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়নে সফলতা এসেছে। জনজাতি এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৮ টি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমানে সি বি এস ই পরিচালিত ও ইংরেজী মাধ্যম সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা।

প্রধানমন্ত্রী সঠিক ব্যাবস্থপনার ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে বিনামূল্যে কোভিড টিকা যেমন মিলেছে তেমনি হয়েছে চালের ব্যাবস্থাও। কোভিড অতিমারির মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের বিভিন্ন সহায়তার ফলে একজনকেও অনাহারে থাকতে হয়নি। দেশ ব্যাপী টিকাকরণ কর্মসূচিতে আরও গতি আনতে রাজ্যে ইতিমধ্যে ১৮ উর্ধ বয়সীদের ৯৩ শতাশং টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন কোভিড অতিমারীর মধ্যেও এমজিএন রেগায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এওজে-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট ।। রাজ্যে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট। সংগঠন আজ সম্পূর্ন অগণতান্ত্রিকভাবে বন্ধ হওয়া কয়েকটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলের সম্প্রচার পুনরায় চালু করা, সংবাদের উৎস বন্ধ করার ফরমান প্রত্যাহার করে সুস্থ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার পরিবেশ দ্রুত ফিরিয়ে আনা, সংবাদমাধ্যমের উপর সমস্ত দমন-পীড়ন বন্ধ করে স্বাধীন সাংবাদিকতা নিশ্চিত করা এবং সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের দলীয়করণ করার হীন প্রচেষ্টা বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ড় বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য, শেখর দত্ত, শাণিত দেবরায়, অরুন নাথ, জয়ন্ত দেবনাথ, রাজীব দত্ত, সমীর পাল, প্রশান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ সাংবাদিক ও সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গলায় প্লেকার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

সড়কের নাম "আগরতলা প্রেসক্লাব সরণী" করার দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তার নাম 'আগরতলা প্রেসক্লাব সরণী' করার দাবী জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। এই দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি লিখলেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার।

চিঠিতে শ্রী সরকার উল্লেখ করেছেন, আগরতলা প্রেসক্লাবের সর্বশেষ কার্যকরী কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনার কাছে এই চিঠির অবতারণা। আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কের নাম "আগরতলা প্রেসক্লাব সরণী" রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আগরতলা প্রেসক্লাব একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই নয়, গোটা দেশেই আগরতলা প্রেসক্লাবের একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য রয়েছে। রাজ্যের ঐতিহ্যের সাথে সাথে বিকশিত হচ্ছে আগরতলা প্রেসক্লাবের ঐতিহ্যও। রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমের একটা সোনালী অধ্যায় রয়েছে। প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটির বিস্তারিত আলোচনার পর আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কের নাম "আগরতলা প্রেসক্লাব সরণী" রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আশা করবো আগরতলা প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কের নাম "আগরতলা প্রেসক্লাব সরণী" রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গাঁজা সহ গাড়ি আটক বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ আগস্ট।। গাড়ি সহ গাঁজা আটক ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমাধীন রাজনগর ব্লকের পিয়ার বাড়ি থানাধীন ভবানীপুর এলাকায়। জানা যায় গতকাল শনিবার রাতে বিএসএফের ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা পেট্রোলিং এ বের হওয়ার পর। বিএসএফের কাছে খবর আসে যে কাঠালিয়া এলাকা থেকে একটি মারুতি ভ্যান করে কিছু গাজা আনা হচ্ছে ভবানীপুরের উদ্দেশ্যে। এরপর রাঙ্গামুড়া আউট পোস্টের ওসি জয়নাল সহ পুলিশ বাহিনী ও বিএসএফের জওয়ানদের যৌথ উদ্যোগে ভবানীপুর এলাকায় ওত পেতে বসে থাকে। কিছু ক্ষন পরে টিউ০৭-০৭০৫২ নম্বরের একটি ভ্যান গাড়ি কাঠালিয়ার দিক থেকে আসতে দেখে বিএসএফ জওয়ানরা গাড়িটিকে থামানোর জন্য সিগনাল দেয় কিন্তু সেই গাড়িটি সিগন্যাল অমান্য করে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে বিএসএফের জওয়ান ও পুলিশ গাড়িটির পিছু পিছু ধাওয়া করতে থাকে। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে গাড়ির চালক পি.আর বাড়ী থানাধীন ভেন সাগর এলাকায় গাড়ির চালক গাঁজা বোঝাই গাড়ি রেখে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষার প্রসারে জোর দিয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। কবি সুকান্ত ছিলেন নিপড়ীত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের কবি। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না। একজন সমাজ সেবকও ছিলেন। কবি সুকান্তের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার সবকা সাথ সাবকা বিকাশ-এর নীতি নিয়ে কর্মসূচি রূপায়ন করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষার বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আজ বিশালগড় মহকুমায় শিক্ষাদপ্তরের উদ্যোগে নবীনচন্দ্রনগরে আম্বেদকর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক সুকান্ত জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকের উন্নয়ন বা বিকাশ না হলে এক ত্রিপুরা বা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বা শ্রেষ্ঠ ভারত গড়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন গুণগত শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা। তাই রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষার প্রসারে জোর দিয়েছে। এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষার প্রসারে ২৮টি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং রূপায়ন করছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কবি সুকান্ত তার কলমের মধ্য দিয়ে বৃটিশ শাসকের অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের কবি সুকান্তের প্রতিবাদী চেতনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। তিনি বলেন, কবি সুকান্ত তার লেখনির মধ্য দিয়ে বৃটিশ শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গেছেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নারায়ন চৌধুরী, ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চাদনি চন্দ্রন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেহালচন্দ্র নগর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্র চন্দ্র দত্ত। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বানরের কামড়ে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বানরের কামড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক বয়স্ক ব্যক্তি। আহতের নাম শচীন্দ্র নাথ। বাড়ি বিশালগড় থানার জাঙ্গালিয়া এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে । বানরের উৎপাতে দিশেহারা বিশালগড় এর জাঙ্গালিয়া এলাকার মানুষজন। সাতসকালে বানরের আক্রমণে আহত হয়েছেন এক বৃদ্ধ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সকালে বিশালগড় থানা এলাকার জাঙ্গালিয়ায় শচীন্দ্রনাথ নামে বয়স্ক এক ব্যক্তিকে জাপটে ধরে বানরের দল।বানরের কাছ থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় পথচলতি লোকেরা দেখতে পেয়ে খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীদেরকে। তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বানরের কামড়ে আহত শচীন্দ্র দেবনাথকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।তার শরীরে বেশ কিছু জায়গায় বানরের কামড়ের দাগ রয়েছে।

স্থানীয় এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেন বন দপ্তরের খামখেয়া-লীপনায় কারণে এ ধরনের ঘটনা

ড্রেনে উদ্ধার দুই সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ আগস্ট।। আবারও সামাজিক অবক্ষয়ের সাক্ষী রইলো উদয়পুরের জনগণ। সামাজিক অবক্ষয় একটি ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশের সাথে এই ছোট্ট শহর উদয়পুরেও। সামাজিক অবক্ষয়ের এই নগ্ন চিত্রের সাক্ষী উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা বারভাইয়া পঞ্চায়েত চিলঢেপা এলাকায়।

আজ বিকাল আনুমানিক তিনটার সময় উদয়পুর টেপানিয়া জেলা হাসপাতালের পেছনে বারভাইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ঢেপার ড্রেনের জলে দুটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েতে এবং বাগমা পুলিশ ফাঁড়িতে।স্থানীয় নেতৃত্ব ও বাগমা পুলিশ ফাঁড়ির ও সি খোকন সাহার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকনাথ মন্দিরে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজি নগর আট নং ওয়ার্ড জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় এবং মহারানী পুর এলাকার পাশাপাশি দুটি মোদি দোকানে ও লোকনাথ সেবা মন্দিরে নিশিকুটুম্ব এর হানা। প্রায় লক্ষাধিক টাকার দ্রব্যমূল্য এবং নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায় এই নিশিকুটুম্ব এর দল। জানা যায় প্রতিদিনের মত দুটি দোকানের মালিক দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যান। আজ সকালবেলা দোকান খুলতে এসে চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দুটি দোকানের মালিক। সঙ্গে সঙ্গে তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দিলে পুলিশ বাবুরা এসে চুরি কান্ডের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে একটি চুরি কান্ডের মামলা গ্রহণ করে। অন্যদিকে এক মুদির দোকানের মালিক পঙ্কজ দেবনাথ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৪ আগস্ট।। মনসা পূজো থেকে বাড়ী ফেরার পথে জলে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু। মৃত ব্যক্তির নাম শ্যামল দাস(৪৮)। বাড়ী গন্ডাছড়া থানাধীন হরিপুর ১২ কার্ড এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শুক্রবার রাতে বাড়ীর পাশে সুরেশ দাসের বাড়ীতে তিনি মনসা পূজায় যান এবং সেখানে মনসা মঙ্গল বই পড়ে রাত দুটা নাগাদ প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী ফেরার পথে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। ধারনা করা হচ্ছে এই সময় রাস্তায় পা পিছলে তিনি তারাবন ছড়ায় পড়ে যান।

আজ সকালে তারাবন ছড়ায় গ্রামেরই এক ব্যক্তি মাছ ধরতে গিয়ে জলে পড়ে থাকা এক ব্যক্তির মৃত দেহ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া থানায়। পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহটি সেখান থেকে উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। যতটুকু জানা গেছে পরিবারের তরফ থেকে কোন অভিযোগ না থাকলেও মৃত ব্যক্তির নাকে মুখে রক্ত চিহ্ন দেখা যায়। গন্ডাছড়া থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এখন ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। মৎস্যজীবী শ্যামল দাসের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

TRACK & TRAIL CYCLES AND MORE
15TH AUGUST
Freedom Offer Purchase
on
any Cycles Such as Kids, Teenagers girls & adults
FLAT 10% DISCOUNT
7TH TO 31ST AUGUST 2021
Old Jail Ashram Road, Agartala, Tripura
Call Us : 03812554444

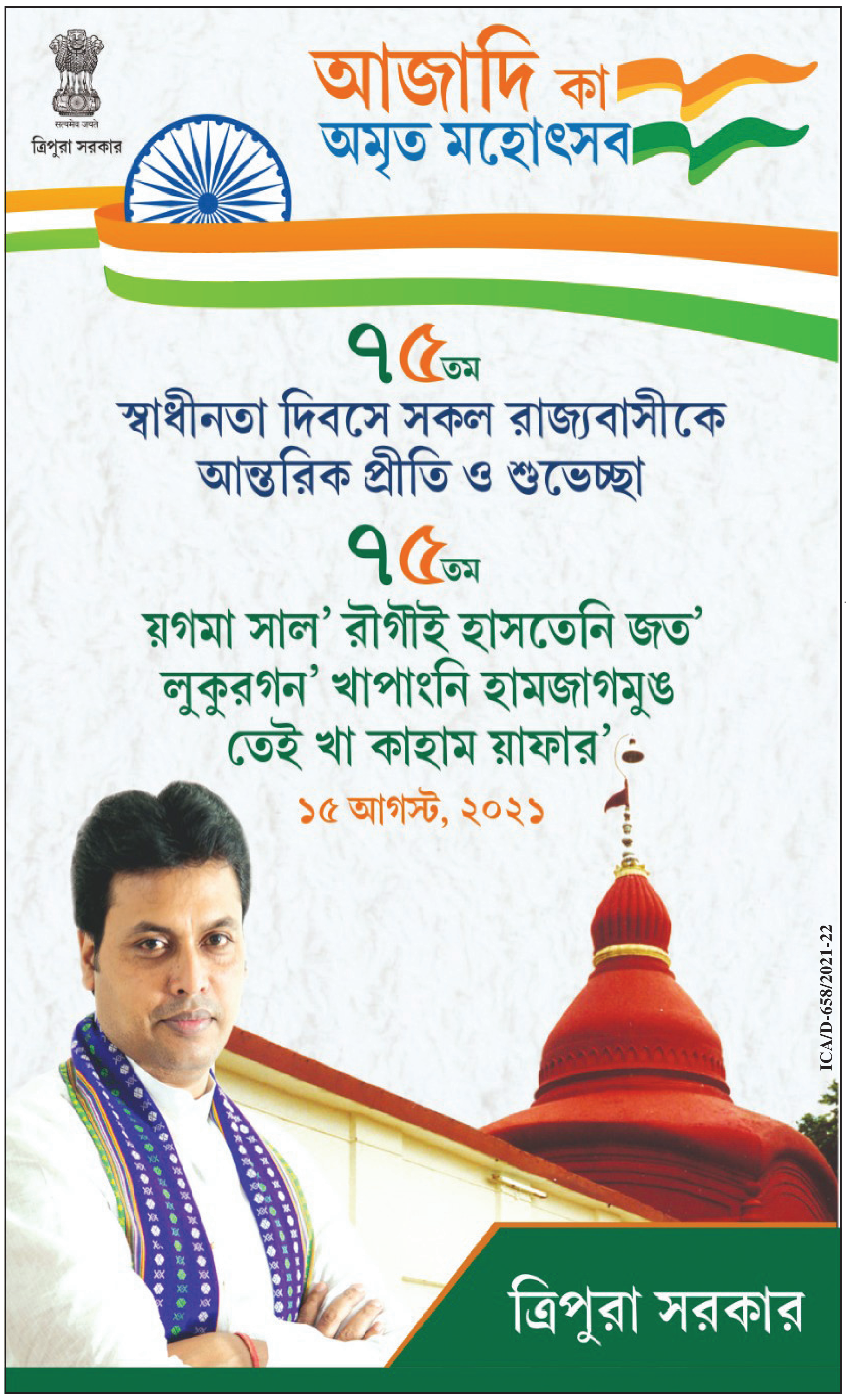

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।